পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 171 Saturday, 23 May, 2026 * ৩১ বর্ষ, ১৭১ সংখ্যা * ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার, ২৩ মে ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

আগামী মাসেই রাজ্যসভার ২৬ আসনে নির্বাচন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ রাজ্যসভায় আট রাজ্যের ২৬ আসনের জন্য ভোট ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। এই ২৬ আসনের মধ্যে ২৪ আসনের বর্তমান সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বাকি দুই আসনে ভোট হচ্ছে সাংসদরা মেয়াদের আগেই ইস্তফা দেওয়ায়। আগামী ১৮ জুন একসঙ্গে ওই ২৬ আসনে নির্বাচন হবে। যে আট রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, কর্নাটক এবং মিজোরাম। এর বাইরে

দিন ঘোষণা কমিশনের, বদলাবে সমীকরণ?

মহারাষ্ট্রের এক আসন ও তামিলনাড়ুর এক আসনে রাজ্যসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে। এই আট রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্রে ৪, গুজরাটে ৪, ঝাড়খণ্ডে ২, মধ্যপ্রদেশে ৪, মণিপুরে ১, মেঘালয়ে ১, রাজস্থানে ৪, অরুণাচলে ১, কর্নাটকে ৪,

মিজোরামে ১ আসনে ভোট হবে। এই আসনগুলির মধ্যে আপাতত বিজেপির দখলে রয়েছে ১২ আসন। কংগ্রেসের হাতে রয়েছে ৪ আসন। এ দফায় যে সব সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে একাধিক হেভিওয়েট নাম রয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া, হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই মুহূর্তে বিভিন্ন বিধানসভার যা পরিস্থিতি তাতে নিজেদের ১২ আসন ধরে রেখেও দু-একটি আসন বাড়াতে পারে বিজেপি। আবার কংগ্রেসও এক-দুটি আসন বাড়িয়ে নিতে পারে। ২৪৫ আসনের মধ্যে এই মুহূর্তে বিজেপির হাতে রয়েছে ১১৩ জন সাংসদ। এনডিএ'র সম্মিলিত আসনসংখ্যা ১৪৪। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে অনেকটা বেশি। তবে, এবারের ভোটের পর এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে আশা গেরুয়া শিবিরের। এই ২৬ আসনের ফলপ্রকাশের পর এনডিএ সার্বিকভাবে ১৫০ আসনে চলে যেতে পারে। আবার বিজেপি একাই ১১৫-র কাছাকাছি চলে যেতে পারে। এদিকে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অবস্থা সংকটজনক। এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরের সাংসদ সংখ্যা ৭৯। এর মধ্যে ২৭টি কংগ্রেসের। তৃণমূলের ১২ এবং ডিএমকের ৮ আসন রয়েছে।

১০ দিনের মধ্যে ফেরান!

বাংলাদেশে আটক বীরভূমের শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ বাংলাদেশে আটকে বীরভূমের একাধিক পরিযায়ী শ্রমিক। তাদের ১০ দিনের মধ্যে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার পর ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবি খতিয়ে দেখা হবে। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যাচাইয়ের ফলাফল অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে আদালতে জানিয়েছে কেন্দ্র। এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি আদালতকে জানান, মামলার বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং এটিকে ভবিষ্যতের জন্য নজির হিসেবে না ধরে কেন্দ্র সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়েছে। আদালতে মেহতা বলেন, সরকার তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে এনে পরে নাগরিকত্বের বিষয়টি পরীক্ষা করবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতে আট থেকে দশ দিন সময় লাগতে পারে। এরপর মামলার পরবর্তী শুনানি জুলাই মাসে নির্ধারণ করে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার সূত্রপাত কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে। গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়, যেখানে সোনালি খাতুন এবং আরও কয়েকজনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। হাইকোর্ট সেই পদক্ষেপকে বেআইনি বলে মন্তব্য করেছিল। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মানবিক কারণে সোনালি খাতুন এবং তাঁর আট বছরের শিশুকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে শিশুটির দেখভালের নির্দেশ দেয় এবং বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে অন্তঃসত্ত্বা সোনালির চিকিৎসা ও প্রসবের সমস্ত ব্যবস্থা বিনামূল্যে করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এর আগে এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে শেষবারের মতো অবস্থান স্পষ্ট করার সুযোগ দিয়েছিল। আদালত কেন্দ্রের আইনজীবীকে নির্দেশ দিয়েছিল, সরকারের অবস্থান জেনে তা আদালতকে জানাতে। সোনালির বাবা ভদু শেখের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং সঞ্জয় হেগড়ে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে আদালতকে স্পষ্ট অবস্থান জানাচ্ছে না, যা অত্যন্ত অন্যায্য। মামলাকারীদের অভিযোগ, দিল্লির রোহিণী এলাকার সেক্টর ২৬-এ দীর্ঘদিন ধরে দিনমজুর হিসেবে কাজ করছিলেন কয়েকটি পরিবার। গত বছরের জুন মাসে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়। অভিযোগ, পরে তাঁদের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া হেবিয়াস কর্পাস মামলায় দাবি করা হয়েছিল, বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি খাতুন, তাঁর স্বামী এবং সন্তানকে দিল্লি পুলিশ আটক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। একই ধরনের অভিযোগ ওঠে সুইটি বিবি এবং তাঁর সন্তানদের ক্ষেত্রেও। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পুলিশ তাঁদের আটক করেছিল বলেও আদালতে উল্লেখ করা হয়। হাইকোর্টে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, বিদেশি নাগরিক শনাক্তকরণ ও প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল। সেই নির্দেশিকায় বলা রয়েছে, বাংলাদেশ বা মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে সন্দেহভাজন কাউকে শনাক্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তদন্ত করবে, তারপর প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণে বলেছিল, অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে এই প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং নির্ধারিত নিয়ম পুরোপুরি মানা হয়নি। আদালতের মতে, এই ধরনের অতিরিক্ত তৎপরতা ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে এবং বিচার ব্যবস্থার পরিবেশকেও প্রভাবিত করতে পারে।

মালার ডাকে ভিজিটার্স রুমেই হল তৃণমূল কাউন্সিলরদের অধিবেশন, অনুপস্থিত ৫০-র বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মেঃ গেরুয়া ঝড়ে লালবাড়িতে চূড়ান্ত নাটক। নজিরবিহীন ঘটনা কলকাতা পুরসভায়। পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি জানিয়েছেন কলকাতা রইল। সচিবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপের পর তোপ দাগতে দেখা গেল ফিরহাদ থেকে মালা রায়কে। ফিরহাদের সাফ কথা, ''অধিবেশন বাতিলের পর কলকাতায় কোনও বিপর্যয় হলে দায় কে নেবে? জনপ্রতিনিধিদের জানান পুর সেক্রেটারি। এটাই চিরাচরিতভাবে দেখে আসছি। অনেক সময় অনেক বোর্ড দখল হলেও এই নিয়ম কখনও বদলায়। কিন্তু, গতকাল কোনওরকম কারণ না দেখিয়ে রাতে

পুরসভায় মাসিক অধিবেশন বাতিল। অথচ কলকাতা পৌরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় কাউন্সিলর গ্রুপে বার্তা দিয়েছিলেন শাসকদলের প্রত্যেক কাউন্সিলরকে আসতে হবে দুপুর দেড়টা নাগাদ। সোজা কথায়, অধিবেশন নেই, অথচ কাউন্সিলরদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি। অধিবেশন করতেই হবে, এরকমই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছিল পুরসভার শাসকদলের কাউন্সিলররা। শেষ পর্যন্ত মালার ডাকে ভিজিটার্স রুমে হল তৃণমূল কাউন্সিলরদের অধিবেশন। কারণ, পুরসভার অধিবেশন কক্ষ ভিতর থেকে বন্ধ অধিবেশন ইচ্ছামতো বাতিল করা যায় না। সচিব নয়, অধিবেশন যদি কেউ বাতিল করতে পারেন চেয়ারপার্সন। যেভাবে অধিবেশন বাতিল করা হয়েছিল, সেটা গণতন্ত্রের অপমান। অধিবেশন না হলে পুর-পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে কীভাবে? গণতন্ত্রের উপরে কেউ নয়, তাই গণতন্ত্রে রক্ষা করুন। আমরা সকলে একসঙ্গে লড়ব।'' তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মালা রায়ও। বলেন, ''অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা আইন চেয়ারপার্সনকেই দিয়েছে। সেই মতো আজ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সেটা চিঠি দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয় অধিবেশন। আমি সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছি কোনও আইন বলে, কার নির্দেশে তিনি অধিবেশন বন্ধ রেখেছেন? কেন চেয়ারপার্সনকে জানালেন না?'' সূত্রের খবর, মোট ১৩৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে এদিন হাজির ছিলেন ৮৬ জন। বাকি ৫০ জনের কাছাকাছি কাউন্সিলর অনুপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের তরফে বার্তা পাঠানোর পরেও তাঁরা কেন এলেন তা নিয়ে যদিও বাড়ছে চাপানউতোর। তাহলে কী দলে মধ্যেই ফাটল চওড়া হচ্ছে? প্রশ্ন ঘুরছে।

রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা কবে গঠন হবে

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ রাজ্যের পুর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন হবে দ্রুত, তবে এখনই তার তারিখ চূড়ান্ত করলেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল রাতে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর আজ বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন এবং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। ক্যাবিনেট সম্প্রসারণ নিয়ে কথা হলেও ঠিক কী কথা হয়েছে সেটা অবশ্য বলতে চাননি তিনি। দিল্লিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার ১০টা নাগাদ রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপর রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। দেখা করার কথা উপরাষ্ট্রপতি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গেও। দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল রাতে দিল্লিতে পৌঁছনোর পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বুধবারই বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ-কে প্রথম দফার জমি হস্তান্তর করেছে রাজ্য সরকার। জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকারও। রাজ্যে পরিবর্তনের পর সেই কাজই তরান্বিত হবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। ফলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা নিয়েই আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ৯ মে শপথ নেন রাজ্যের নয়া মন্ত্রিসভার ৬ মন্ত্রী। যার মধ্যে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক। তবে পূর্ণ মন্ত্রিসভা এখনও গঠন হয়নি। সেই নিয়ে চর্চা রয়েছে মানুষের মধ্যে, কারা কারা সেই মন্ত্রিসভায় সুযোগ পান সেটাই দেখার।

একের পর এক পুরসভা থেকে পালাচ্ছে তৃণমূল, হাল ফেরাতে কী ভাবছে বাংলার নতুন সরকার?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মেঃ বদলের বাংলায় একের পর এক পুরসভায় অচলাবস্থা। ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পর ভাঙছে একের পর এক পুর বোর্ড। দিকে দিকে গণ ইস্তফা। ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া, হালিশহরেও একইঅবস্থা। কাঁচরাপাড়ায় ২৪ তৃণমূল কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনই ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন। ফলে ভেঙে গিয়েছে কাঁচরাপাড়ার পুর বোর্ড। সোজা কথায় সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলে একের পর এক পুরসভা থেকে পালাচ্ছে তৃণমূল। হয়রান হচ্ছে সাধারণ মানুষ। বঞ্চিত হচ্ছে পুরসভা থেকে। সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা নিতে চলেছে শুভেন্দুর সরকার। তৃণমূলের চেয়ারম্যান-কাউন্সিলরদের ভরসায় থাকবে না সরকার। প্রশাসক বসিয়ে পুরসভা সচল রাখবে সরকার। জানিয়েছেন পুর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্রা বলছেন, ''বেশিরভাগ জায়গাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি চেয়ারম্যান আসছে না। কাউন্সিলররা পদত্যাগ করছে। যে কারণে আমরা প্রশাসক বসাচ্ছি। আমরা তো চেয়ারম্যান-কাউন্সিলরদের ভরসায় বসে থাকতে পারি না। তাঁরা এলে ভালো। আমরা একসঙ্গে কাজ করব। না এলেও কাজ চলবে।'' এদিকে তীব্র ডামাডোল চলছে কলকাতা পুরনিগমের অন্দরেও। পুর বোর্ড যায় যায় অবস্থা তৃণমূলের। চাপ বাড়ছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। তুমুল চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে। এমতাবস্থায় তবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন অগ্নিমিত্রা। বলছেন, ''আসলে এতদিন তো এভাবেই কাজ চলেছে ওদের। বাড়িতে বসে মাইনে পেয়ে গিয়েছেন। টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে কোটি কোটি টাকার। এত দুর্নীতি করেছে যে এর কোনও ক্ষমা হয় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অডিট হবে। এই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির তদন্ত তো করতেই হবে।''

বিস্ফোরক শমীক ভট্টাচার্য

'বিজেপিতে যাগ দিতে লাইন দিয়ে আছে তৃণমূল নেতারা!'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ রাজ্যে দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের পর ঘটেছে পালাবদল। যারা একসময় তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে মিছিলে হেঁটেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকেই তারা গেয়েছেন উল্টোসুর। একের পর এক মুখপাত্র তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এই আবহেই ফের একবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন এই মুহূর্তে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য লাইন দিয়ে আছেন তৃণমূলীরা। তবে কাকে নেওয়া হবে কাকে নয় তা দল সিদ্ধান্ত নেবে। দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেস আসলে কোনো রাজনৈতিক দল নয়। যারা তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা মূলত ক্ষমতার জন্যই ছিলেন। এখন বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে সমর্থন দেখিয়েছেন, সেটাকে ধরে রাখা এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা আমাদের দায়িত্ব।'' শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, ''আমি এটা বলছি না যে তৃণমূলের সবাই কলঙ্কিত বা দুর্নীতিগ্রস্ত। তাঁদের মধ্যে অনেক ভালো মানুষও আছেন, যাঁরা এখন বিজেপিতে যোগ দিতে চান। বাকি সিদ্ধান্ত দল নেবে। আরও অনেকের নাম লাইনে রয়েছে।'' পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার গঠনের পর রাজ্য রাজনীতিতে বড় ধরনের পালাবদল শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা-মন্ত্রী এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এখন বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি সভাপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দল কাউকে অন্ধভাবে গ্রহণ করবে না। যোগ্যতা, স্বচ্ছতা এবং দলের প্রতি আনুগত্য দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ''যাঁরা সত্যিকারের উন্নয়ন চান এবং মানুষের সেবা করতে চান, তাঁদের জন্য বিজেপির দরজা খোলা। কিন্তু যাঁরা শুধু সুবিধা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য জায়গা নেই।'' রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এই বক্তব্য ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিজেপির একাধিক নেতা জানিয়েছেন, গত কয়েক মাসে তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা গোপনে যোগাযোগ করছেন। কয়েকজন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত প্রধান ইতিমধ্যে দলবদল করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। শমীক ভট্টাচার্যের কথায় বোঝা যাচ্ছে, আরও বড় ধরনের দলবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে 'রাজনৈতিক সুবিধাবাদ' বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা, ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মেঃ জ্যৈষ্ঠের ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল কলকাতাবাসী। আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও বৃষ্টির দেখা মিলছে না বললেই চলে। ফলে তাপ ও আর্দ্রতার জোড়া প্রভাবে অস্বস্তি আরও বাড়ছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতেও পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তবে কলকাতা, হাওড়া ও হুগলির জন্য আপাতত বিশেষ কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। শহরে দু'-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হলেও তা গরম কমানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে না বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। শুক্রবার সকালে

কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৩ ডিগ্রি বেশি। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অন্যদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও অস্বস্তিকর গরমের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তর ২৪ পরগনায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম হলেও আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ঝড়বৃষ্টির দাপট আরও বেশি থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা, দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্ত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশের জেরেই এই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এভারেস্ট জয় করে ইতিহাস রচনা আইটিবিপি-র নারীশক্তির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ বিএসএফ-এর পর এভারেস্ট জয় করে ইতিহাস রচনা করলো আইটিবিপি-র নারীশক্তি। ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনী (আইটিবিপি) তাঁদের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ নারী আন্তর্জাতিক পর্বতারোহণ অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যা বাহিনীর পর্বতারোহণ ঐতিহ্যে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্থাপন করেছে।১১ জন নারী পর্বতারোহী এবং তিনজন কারিগরি ও সহায়ক সদস্য-সহ ১৪ সদস্যের দলটি ২১ মে (বৃহস্পতিবার) নেপালের দিক থেকে সাউথ কোল রুট ধরে রাত ১২ঃ৫২ মিনিটে প্রথম চূড়ায় আরোহণ করে সফলভাবে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছন।

আদালতে অদিতি ও দেবরাজের সাময়িক স্বস্তি, কড়া পদক্ষেপ নয় ১৯ জুন পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধ,কলকাতা, ২২ মে ঃ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী তথা তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হবে না। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে রাজ্যের কৌঁসুলি মৌখিক ভাবে এই কথা জানান। আয়-বহির্ভূত সম্পত্তির মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হতে পারে, এই আশঙ্কায় রক্ষাকবচ চেয়ে মামলা করেছিলেন অদিতি ও দেবরাজ। প্রসঙ্গত, অদিতি নির্বাচনী হলফনামায় সম্পত্তির ব্যাপারে ঠিক তথ্য দেননি বলে আগেই অভিযোগ উঠেছিল।আয়-বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় আপাতত আগাম জামিন পেলেন না অদিতি মুন্সি ও দেবরাজ চক্রবর্তী। তবে ১৯ জুন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে না পুলিশ, কলকাতা হাইকোর্টে এই আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই আপাতত দু'জনের রক্ষাকবচ ঝুলে রইল। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৯ জুন। ওইদিন তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দেবে পুলিশ।

শনিবার ১৯-তম রোজগার মেলা, নিয়োগপত্র পাবেন চাকরি প্রার্থীরা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার সকালে ১৯-তম রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত যুবকদের মধ্যে ৫১ হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী অনুষ্ঠানে ভাষণও দেবেন।১৯-তম রোজগার মেলা সারা দেশে ৪৭টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের সকল প্রান্ত থেকে নির্বাচিত এই নবনিযুক্ত প্রার্থীরা ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে যোগদান করবেন, যার মধ্যে রয়েছে রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, অর্থ পরিষেবা বিভাগ, উচ্চশিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি।কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে রোজগার মেলা একটি বড় উদ্যোগ। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত সারা দেশে আয়োজিত ১৮টি রোজগার মেলার মাধ্যমে প্রায় ১২ লক্ষ নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা ২০২৬ঃভেবেচিন্তে উপভোগের দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব

প্রতাপরাও যাদব(আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী) নয়াদিল্লি(পিআইবি) ঃবিশ্ব আন্তর্জাতিক যোগ দিবস(আইডিওয়াই) পালন করতে চলেছে, যখন গোটা মানব সমাজ দাঁড়িয়ে আছে সত্যতার এক দিকনির্দেশক মুহূর্তে। আমরা বাস করছি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি এবং বস্তুবাদী উন্নয়নের যুগে। তথাপি আমরা একইসঙ্গে মুখোমুখি হচ্ছি ক্রমশ বেড়ে চলা জীবনশৈলীর বিশৃঙ্খলা, ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ, পরিবেশের অবনতি এবং ভঙ্গুর জীবনের ধরনে। এইসব সঙ্কটের গভীরে আছে একটা সাধারণ সমস্যা, তা হল অবারিত এবং ভাবনাচিন্তাহীন উপভোগ। ভ্তপ্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে ডিজিটাল উদ্দীপনা এবং ভঙ্গুর জীবনশৈলীর ওপর অতিনির্ভরতা, আধুনিক সমাজ ক্রমশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যোগ শুধুমাত্র প্রাচীন সুস্থতা রক্ষার অনুশীলন হিসেবে উঠে এসেছে তা নয় বরং এসেছে দায়িত্বপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য। চিরকালীন কাঠামো হিসেবে মানব সমাজকে যোগ দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংশোধন এবং সজ্ঞানে পছন্দ করার শক্তিশালী পথনির্দেশ। এটি আমাদের শেখায় কিভাবে সম্প্রীতি রক্ষা করতে হয়- নিজের মধ্যে এবং আমাদের চারপাশে থাকা বিশ্বের সঙ্গে। ভেবেচিন্তে উপভোগ করার আহ্বান অতি উপভোগের আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব মিশন লাইফের একটি অবশ্যক্ত দিক নির্দেশ দিয়েছে- পরিবেশের জন্য জীবনশৈলী। কপ২৬-এ প্রধানমন্ত্রী একটি নীতি নিয়েছেন যা যোগের দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে অনুরণিত হয় ঃবর্তমানে যেটা এসেছে তা হল, ভেবেচিন্তে নিরাপদ উপভোগ, ভাবনাহীন ধ্বংসাত্মক উপভোগের পরিবর্তে।অতিসম্প্রতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এই আবেদনের নাগরিকদের প্রতিদিনের দায়িত্বের মধ্যে প্রসারিত করেছেন। তিনি নাগরিকদের উৎসাহিত করেছেন সচেতনভাবে অহেতুক উপভোগ এড়িয়ে যেতে- জ্বালানি বাঁচিয়ে অপ্রয়োজনীয় শক্তি ব্যবহার কমানো থেকে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করার আগে পুনর্বিবেচনা করা পর্যন্ত। এই আবেদন শুধুমাত্র অভাবের জন্য নয় বরং এটি সম্মিলিত দৃঢ়তা, সুস্থায়িত্ব এবং জাতীয় দায়িত্বের জন্য কৌশলগত এবং নীতিগত আহ্বান। যেমন তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেকটি ছোট বড় প্রয়াসই একইরকমভাবে দরকার যেমন বিন্দু বিন্দু জলে পূর্ণ হয় পাত্র। এই ভাবনাগুলি গভীরভাবে সম্পর্কিত যোগের মূল নীতির সঙ্গে। যোগ দশন বলে অপরিগ্রহের কথা- অপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় করা থেকে বিরত থাকা- এবং সন্তোষ- প্রকৃতই যা প্রয়োজন সেই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। সব মিলিয়ে এই নীতিগুলি একটি মানসিকতা তৈরি করে যা ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক উপভোগ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় সচেতন জীবনযাপনের দিকে। যোগাভ্যাস আমাদের নিষ্ক্রিয় উপভোক্তা থেকে এই গ্রহের দায়িত্বান রক্ষকে রূপান্তর করে।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে তালা, প্রতিবাদে ধর্নায় তৃণমূল বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ মেঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিতর্ক ক্রমাগত আরও জোরালো হচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও বিরোধী দলনেতার ঘরের তালা না খোলায়, শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা বিধানসভা চত্বরেই ধর্না-প্রদর্শন শুরু করে দিয়েছেন। বিধানসভার ভেতরে বিরোধী দলনেতার বন্ধ ঘরের সামনের লবিতে তৃণমূলের ১৮ জন বিধায়ক অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন।তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল যে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর ঘরটি যদি খুলে দেওয়া না হয়, তবে দল প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করবে। এর জন্য দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্ধারিত সময় শেষ হতেই তৃণমূল বিধায়করা ধর্নায় বসে পড়েন।আসল বিষয়টি হল, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু শোভনদেব চট্টোপাধ্যাযকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব চেয়েছিলেন। প্রাথমিক কিছু অনিশ্চযতার পর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধানসভায় সেই প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে বিধানসভা চত্বরে এখনও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে।কিছুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অধ্যক্ষকে একটি চিঠি লিখে শোভনদেব চট্টোপাধ্যাযকে বিরোধী দলনেতা ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন। তবে বিধানসভা সচিবালয় সেই চিঠিটি খারিজ করে দেয়। সচিবালযের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, নিয়ম অনুযায়ী সংসদীয় দলকে আনুষ্ঠানিক চিঠি এবং দলীয় বৈঠকের প্রস্তাব পেশ করতে হবে। কোনও ব্যক্তিগত নেতার ঘোষণা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।এরই প্রেক্ষিতে তৃণমূল বিধায়ক দলের বৈঠকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করা হয়। তা সত্ত্বেও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ যে, তাঁকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং বিধানসভায় তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘরটিও তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের স্বাক্ষর সংবলিত প্রস্তাব চাইছেন, অথচ নিয়মে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।অন্যদিকে, বিধানসভা কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। বিধানসভা প্রশাসনের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তাবের অনুলিপি জমা দেয়নি এবং কতজন বিধায়কের সমর্থনে তাঁকে বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত করা হয়েছে, তাও স্পষ্ট করা হয়নি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, বিধানসভা প্রশাসন যদি তাদের পুরনো অবস্থানেই অন। থাকে এবং বিরোধী দলনেতার ঘর খোলা না হয়, তবে তাদের এই আন্দোলন লাগাতার চলবে।

ইরান-আমেরিকা সংঘাত মেটাতে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা, ট্রাম্পের যুদ্ধক্ষমতা খর্বে ব্যর্থ ডেমোক্র্যাটরা

তেহরান,ওয়াশিংটন(বিশ্ব সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ পশ্চিম এশিয়া ও হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘাত এড়াতে জোর কূটনৈতিক তপরতা শুরু হয়েছে। মধ্যস্থতাকারী একাধিক দেশ দুই পক্ষকেই সংঘাত থেকে সরে এসে স্থায়ী সমঝোতার পথে হাঁটার আহ্বান জানাচ্ছে।জানা গেছে , তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বার্তা আদানপ্রদান এবং খসড়া চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে।ইরানের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, সমঝোতার সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। যদিও কূটনৈতিক সূত্রের একাংশের মতে, এখনও চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার সময় আসেনি।এরই মধ্যে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, আলোচনায় ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, ইরান যদি ইউরেনিয়াম মজুত কমাতে রাজি না হয়, তাহলে খুব কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।অন্যদিকে, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই ইস্যুতে তীব্র চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের সামরিক ক্ষমতা সীমিত করতে ডেমোক্র্যাটদের আনা 'ইরান ওয়ার পাওয়ার্স' প্রস্তাব আপাতত আটকে দিয়েছে রিপাবলিকানরা। মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে ভোটাভুটি পিছিয়ে জুন মাসে করা হয়েছে।ডেমোক্র্যাট সাংসদ গ্রেগরি মিক্স অভিযোগ করেন, রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটাভুটি এড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, পর্যাপ্ত সমর্থন থাকায় প্রস্তাবটি পাশ

চুঁচুড়ায় শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো রাজা রামমোহন রায়ের জন্মজয়ন্তী, উপস্থিত বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ

রূপম রায়, চুঁচুড়া,(হুগলি)ঃ শুক্রবার আধুনিক ভারতের রূপকার বরাত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৫ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হলো চুঁচুড়ায় ।ভারতীয় নবজাগরণের জনক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে দেশ।হুগলী জেলাতেও তার কোনো ব্যতিক্রম হলো না ।সমাজ সংস্কার, নারী অধিকার ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান আজও নতুন প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে চলেছে ।ভ ১৭৭২ সালের ২২ মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। আধুনিক ভারতের সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার আইন জারি করে।১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে একেশ্বরবাদ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক সংস্কারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাসহ সমগ্র ভারতে।রাজা রামমোহন রায় বাংলা সাংবাদিকতারও পথিকৃ। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হুগলি জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করায় তিনি এই জেলার অন্যতম গর্বের ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্মজয়ন্তীতে হুগলি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করা হয়। তাই আজ সকালে রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৫ তম জন্মজযন্তী উপলক্ষে চুঁচুড়া হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ। রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে রাজা রামমোহন রাযের আবক্ষ মূর্তির সামনে ছোট আকারে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।রাজা রামমোহন রায় কে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর চুঁচুড়ার বিজেপির বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন রাজা রামমোহন রায় কে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেকে গর্বিত বলে মনে করছি তিনি বলেন সমাজ আস্তে আস্তে যেভাবে কুসংস্কার মুক্ত হচ্ছে তাকে স্মরণ করেই সমাজকে আরো নতুন দিশার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তিনি বলেন এই শহর ঐতিহ্যের শহর, সমাজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার বার্তা দিলেন বিধায়ক।

৪৭ ডিগ্রির আগুনঝরা তাপ, কার্যত জনশূন্য মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর

ছত্তরপুর(সংবাদ সংস্থা)২২মেঃ মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর জেলায় ভয়াবহ তাপপ্রবাহে কার্যত বিপর্যস্ত জনজীবন। বৃহস্পতিবার জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। প্রখর রোদ আর দহনজ্বালায় রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়েছে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘরের বাইরে বেরোচ্ছেন না। জেলার পর্যটন কেন্দ্র খাজুরাহোতেও একই ছবি ধরা প।ছে। অসহনীয় গরমের কারণে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।সকাল থেকেই সূর্যের তেজ ছিল চোখে পড়ার মতো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয়। দুপুরের পর রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি প্রায় শূন্যে নেমে আসে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে অনেকেই অসুস্থ বোধ করছেন। প্রবল গরমে শিশু ও বয়স্কদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় প।তে হচ্ছে। চিকিৎসকরাও প্রয়োজন ছা।া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন।খাজুরাহোর মুখ্য পৌর কর্মকর্তা বসন্ত চতুর্বেদী জানিয়েছেন, পুরো ছত্তরপুর জেলা বর্তমানে রেড অ্যালার্টের আওতায় রয়েছে। তাঁর কথায়, তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। কেউ বাইরে বের হতে চাইছেন না। আমরা সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে দুপুরের সময় ঘরের বাইরে না বেরোনোর অনুরোধ করছি। তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন বাসস্টপ ও জনবহুল এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে অস্থায়ী শেড তৈরির ব্যবস্থাও করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।প্রচণ্ড গরমের প্রভাব পড়েছে খাজুরাহোর পর্যটন শিল্পেও। সাধারণত এই সময় দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় থাকে ঐতিহাসিক মন্দির শহরে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। দিনের বেলায় অনেক পর্যটকই বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছেন না। ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ, স্থানীয় দোকানপাট এবং পর্যটন নির্ভর ব্যবসায় ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। স্থানীয়দের মতে, গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন ভয়াবহ গরম খুব কমই দেখা গিয়েছে। তাপপ্রবাহের কারণে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থাও অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠেছে। নির্মাণকর্মী, রিকশাচালক, দিনমজুরদের অনেকেই দুপুরের সময় কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে রোজগারেও টান পড়ছে। অনেক জায়গায় পানীয় জলের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে বারবার সচেতন করা হচ্ছে যাতে পর্যাপ্ত জল পান করা হয় এবং সরাসরি রোদ এ।িয়ে চলা যায়।আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনও মধ্যপ্রদেশের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। বিশেষ করে ছত্তরপুর, খাজুরাহো-সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে গরম আরও কিছুদিন ভোগাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে প্রশাসনও সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী ও জরুরি পরিষেবাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই ভয়াবহ গরমের মধ্যে সাধারণ মানুষের একটাই প্রার্থনা-কবে মিলবে স্বস্তির বৃষ্টি। তবে আপাতত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তেমন কোনও আশার খবর নেই। তাই দহনজ্বালার মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে ছত্তরপুরবাসীকে।

হায়দরাবাদ হাউসে মোদী ও নিকোসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেস-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৃহস্পতিবারই ভারতে এসে পৌঁছেছেন সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি। এদিন সকালে নতুন হায়দরাবাদ হাউসে সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী। পরে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। এছাড়াও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেস বিশ্ব সংবাদ সংস্থা খবর সূত্র জানা যায় আজকে।

দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা-ও। নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়।দু'দিনের সফরে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। একাধিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। আর শুক্রবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

কোয়াড বৈঠকে যোগ দিতে ভারত সফরে আসছেন তিন দেশের বিদেশ মন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ কোয়াড বৈঠকে যোগ দিতে ভারত সফরে আসছেন তিন দেশের বিদেশ মন্ত্রী। অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ মন্ত্রী পেনি ওং, জাপানের বিদেশ মন্ত্রী তোশিমিসু মোতেগি ও মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী মার্কো রুবিও ভারত সফরে আসছেন। আগামী ২৬ কোয়াড বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকে যোগ দেবেন তাঁরা।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে ভারত সফরে আসছেন তিন দেশের বিদেশমন্ত্রী। অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ মন্ত্রী পেনি ওং, জাপানের বিদেশ মন্ত্রী তোশিমিসু মোতেগি ও মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী মার্কো রুবিও বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্র ও তামিলনড়ুতে রাজ্যসভার শূন্য আসনে উপনির্বাচন ১৮ জুন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মেঃ মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে রাজ্যসভার শূন্য আসনে আগামী ১৮ জুন উপনির্বাচন হবে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, উপনির্বাচন হবে ১৮ জুন, আর ওই দিনই ফল ঘোষণা হবে। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পওযার এবং এআইএডিএমকে নেতা সি ভে শানমুগামের পদত্যাগের পর সৃষ্ট দু'টি শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন কমিশন মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু থেকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে।উল্লেখ্য, চলতি মাসেই রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি নেত্রী সুনেত্রা পওয়ার। বারামতি বিধানসভা উপনির্বাচনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর, নিয়মানুযায়ী তিনি গত ৬ মে উচ্চকক্ষের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। এআইএডিএমকে নেতা সি ভে শানমুগামও রাজ্যসভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন।

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় লালুপ্রসাদকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার অনুমতি, পাসপোর্ট ফেরতের নির্দেশ আদালতের

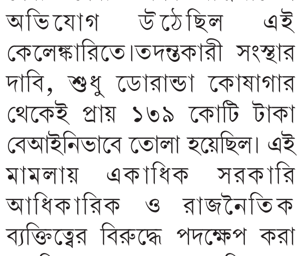

রাঁচি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মে ঃ পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় দোষী সাব্যস্ত বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার অনুমতি দিল রাঁচির আদালত। রাঁচির অতিরিক্ত বিচারপতি অখিলেশ কুমার তিওয়ারির আদালত শুক্রবার তাঁর পাসপোর্ট মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর যেতে পারবেন লালুপ্রসাদ।জানা গিয়েছে, কিডনি প্রতিস্থাপনের পর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরের চিকিসকেরা লালুপ্রসাদকে ডেকেছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ১ জুনের পরে রুটিন চেকআপের জন্য তাঁর সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথা রয়েছে। সেই কারণেই আদালতে পাসপোর্ট ফেরতের আবেদন করেছিলেন তিনি। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে লালুপ্রসাদের কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি নিয়মিত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে আসছেন।লালুপ্রসাদ বহুচর্চিত পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় দোষী সাব্যস্ত। ডোরান্ডা, চাইবাসা, দেওঘর এবং দুমকা কোষাগার থেকে বেআইনি অর্থ তোলার মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে সরকারি কোষাগার থেকে ভুয়ো বিল ও নথির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল এই কেলেঙ্কারিতে।তদন্তকারী সংস্থার দাবি, শুধু ডোরান্ডা কোষাগার থেকেই প্রায় ১৩৯ কোটি টাকা বেআইনিভাবে তোলা হয়েছিল। এই মামলায় একাধিক সরকারি আধিকারিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছিল।আদালতের অনুমতির পর নির্ধারিত সময়েই সিঙ্গাপুর গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারবেন লালুপ্রসাদ খবর সূত্র জানা যায় ।

কানপুরে গ্রেফতার এক পলাতক দুষ্কৃতী, তদন্তে পুলিশ

কানপুর, ২২ মে ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুরে পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার এক পলাতক দুষ্কৃতী। শুক্রবার আগ্রা থেকে গ্রেফতার করা হয় ওই দুষ্কৃতীকে। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , ধৃতের নাম সুরেন্দ্র সিং। সে হরিয়ানার জিন্দ এলাকার বাসিন্দা।এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ১০ নভেম্বরে দায়ের হওয়া একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিল সুরেন্দ্র।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি মেষের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলা আজ একটু কঠিন হতে পারে। আজ আপনার আবেগ একটু অস্থির থাকতে পারে, যার জন্য নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন হবে।
বৃষঃ আজকের দিনটি বৃষর জন্য মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আসবে। আপনার চারপাশের ছবি ও ভাবনা থেকে কিছু অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। আজ নিজের অনুভূতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার সময়। সম্পর্কে কিছু সমস্যা আসতে পারে।
মিথুনঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত, আপনার পার্সটি একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন।
কর্কট রাশি ঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন। আজ সেই সমস্ত আত্মীযদের যারা আপনার আগের পরিমাণ ফেরত দেয়নি তাদের ড্ঞ্জা দেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন।
সিংহঃআজকের দিনটা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্ব যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, আশপাশের মানুষদের থেকে কিছু সমস্যা আসতে পারে। আপনি নিজেকে চিন্তিত আর অস্বস্তিকর মনে করতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবে।
কন্যাঃআজকের দিনটা কন্যা রাশির জন্য খুবই আনন্দদায়ক আর পজিটিভ হবে। আজ আপনি আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলেমিশে চলতে পারবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
তুলাঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে।।
বৃশ্চিকঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজ থাকবে- কিন্তু আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি দু ঃখিত হবেন। আর্তিক উন্নতি হতে পারে।
ধনুঃ আজ ধনু রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। শুভদিন
মকরঃ আজ মকর রাশির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই সময়ে কিছু কঠিন পরিস্থিতি আসতে পারে, কিন্তু নতুন সুযোগও আসবে। অর্থ ব্যয়।
কুম্ভঃ আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন। অর্থ ব্যয়
মীনঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে।। সংসারে শান্তি আসবেআজ

আবহাওয়া

অসহ্য গরমে কাহিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। দক্ষিণবঙ্গ অস্বস্তিতে ভুগলেও, আগামী ৪-৫ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আপাতত বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি আপাতত বজায় থাকবে।গরমের দাপট বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝা।গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতে। বাকি জেলাগুলিতেও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। হালকা বৃষ্টি হলেও, গরমের দাপট থেকে আপাতত রেহাই পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২৫ অথবা ২৬ তারিখ পর্যন্ত এমনই গরম থাকবে, তারপর তাপমাত্রা কমতে পারে। উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় আগামী ৪-৫ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দমকা হাওয়ার পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ মে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতেপারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪২মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৭মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪২মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৬মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১১মিনিটে হতে পারে।

বেতন বকেয়ার অভিযোগে উত্তর দমদম পুরসভায় তালা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ মে ঃ বেতন না পাওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অনিশ্চয়তার অভিযোগে উত্তাল উত্তর দমদম পুরসভা। শুক্রবার সকালে পুরসভার মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন অস্থায়ী কর্মীরা। পুরসভার সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাঁরা নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে বেতন পাচ্ছেন না। পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির দাবিও দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। অস্থায়ী কর্মীদের বক্তব্য, একই কাজ করেও কখনও পূর্ণ বেতন, কখনও অর্ধেক বেতন দেওয়া হয়েছে। এমনও অভিযোগ উঠেছে যে, দু'মাস কাজ করার পর মাত্র একমাসের বেতন হাতে পেয়েছেন তাঁরা। কর্মীদের দাবি, মাসের নির্দিষ্ট দিনে বেতন মেলে না। ৩০ দিনের মধ্যে যেকোনও একদিন বেতন দেওয়া হয়। ফলে সংসার চালাতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও পুর কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও স্থায়ী সমাধান করা হয়নি বলেই অভিযোগ। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগেই বেতন বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট সময়ে বেতন প্রদানের দাবিতে পুরসভার কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই দাবির পরও প্রশাসনের তরফে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করা হয়নি। বারবার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি তাঁদের। সেই ক্ষোভ থেকেই শুক্রবার সকাল থেকে পুরসভার গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন অস্থায়ী কর্মীরা। বিক্ষোভের জেরে পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, গত পাঁচ বছর ধরে তাঁদের বেতনে কোনও বৃদ্ধি হয়নি। বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তবুও প্রশাসনের উদাসীন মনোভাবের কারণে সমস্যার সমাধান হয়নি। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর তরফে স্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে বিভিন্ন পুরসভায়ে একাধিক অনিয়ম, দুর্নীতি, আর্থিক স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ সামনে এসেছে। বিভিন্ন পুরসভায় কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও প্রতারণার অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও গ্রেপ্তারিও হয়েছে। এই আবহে উত্তর দমদম পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ নতুন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

জামিনে মুক্ত বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ মে ঃ অবশেষে ১০ দিন পর জেলমুক্তির পথে বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতার মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলাতেই জামিন মেলায় জেলমুক্তিতে আর কোনও আইনি বাধা রইল না। আদালতের এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে বাংলা পক্ষের সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে। ভোট পর্ব চলাকালীন ইভিএম নিয়ে বিভ্রান্তিকর পোস্ট ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গত ১২ মে গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। অভিযোগ, নির্বাচন চলাকালীন সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্টের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল। এই অভিযোগ তুলে উত্তর কলকাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার সাইবার ক্রাইম বিভাগের দ্বারস্থ হন। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে লালবাজার। তদন্তের স্বার্থে গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে দু'বার নোটিস পাঠিয়ে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। কিন্তু তিনি হাজিরা না দেওয়ায় ১২ মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওইদিন রাত থেকেই তাঁকে লালবাজারের লক-আপে রাখা হয়। পরের দিন আদালতে পেশ করা হলে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁকে জেল হেফাজতেই থাকতে হয়। শুক্রবার কারাগার থেকে ভারচুয়ালি তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। শুনানি শেষে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে অন্তত একবার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করার শর্তও আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ময়দান থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় গর্গ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেয়েছিলেন। এবার সাইবার থানার মামলাতেও জামিন মেলায় তাঁর মুক্তির রাস্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল। আদালতের সিদ্ধান্তের পর থেকেই বাংলা পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে।

সোনা পাপ্পু মামলায় শহরজুড়ে ইডির তল্লাশি, কসবা থেকে রয়েড স্ট্রিট; নিশানায় ব্যবসায়ী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ মে ঃ জমি দুর্নীতি মামলায় সোনা পাপ্পুকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তে আরও বড়সড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা ও জেলার একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালান ইডির আধিকারিকরা। কসবা, চক্রবেড়িয়া, রয়েড স্ট্রিট থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদের কান্দি;বিভিন্ন এলাকায় চলে এই অভিযান। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া সোনা পাপ্পু ও কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই এই ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। শুক্রবার সকালে ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ী সোনা পাপ্পুর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় জমি দখল, অবৈধ নির্মাণ এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বেআইনি জমি কারবার কিংবা জোর করে সম্পত্তি দখলের ঘটনায় ওই ব্যবসায়ীর কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল কি না। বাড়ির নথিপত্র, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং ডিজিটাল ডিভাইসও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। একই সময়ে রয়েড স্ট্রিটের একটি হোটেলেও অভিযান চালায় ইডি। সকাল থেকেই হোটেলের ভিতরে ও বাইরে কড়া নজরদারি দেখা যায়। প্রথমে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। এরপর হোটেলের বিভিন্ন অংশে তল্লাশি শুরু হয়। তদন্তকারী সূত্রে খবর, এই হোটেলের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন বা বেআইনি বৈঠকের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হোটেলের মালিককেও তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে কসবায় এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের বাড়িতেও অভিযান চালান ইডির অফিসাররা। ওই পুলিশকর্মীর নাম রুহুল আমিন আলি শাহ। তিনি কলকাতা পুলিশের ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রাক্তন কর্মকর্তা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকী শান্তনুর স্ত্রীর ব্যবসার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পুলিশকর্মীর আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক যোগসূত্র খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁর কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, সেই দিকেই নজর ইডির। শহরে একাধিক জায়গায় তল্লাশির পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের কান্দিতেও অভিযান চালানো হয়। সেখানে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের পৈত্রিক বাড়িতে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা। কান্দি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ওই প্রাসাদোপম বাড়িতে বর্তমানে থাকেন শান্তনুর বোন তথা কান্দি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌরী সিনহা বিশ্বাস। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় সাত দিন ধরে বাড়িটি তালাবন্ধ ছিল। শুক্রবার সকালে ইডির আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন। পরে কোনও সাড়া না মেলায় তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। বাড়ির বিভিন্ন ঘরে তল্লাশি চালানো হয় এবং একাধিক নথি সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য, কসবা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমি দখল, অবৈধ নির্মাণ, ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া এবং আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে। এই মামলায় ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তদন্তে উঠে আসে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নামও। অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে এই চক্রকে রক্ষা করা এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। এই মামলায় আরও এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই তদন্তকারীরা নতুন তথ্য হাতে পেয়েছেন বলে দাবি। সেই সূত্রেই এবার শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে অভিযান চালিয়ে নতুন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে ইডি।

বুলডোজার অভিযান, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল টোল আদায়ের অফিস, উঠছে বেআইনি বহুতল ভাঙার দাবিও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২২ মে ঃ এবার কোন্নগরেও দেখা গেল 'বুলডোজার অ্যাকশন'। শুক্রবার সকালে কোন্নগর রেল স্টেশনের আন্ডারপাস সংলগ্ন টোল আদায়ের অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বুলডোজার চালিয়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর উপস্থিতিতেই চলে ভাঙার কাজ। দীর্ঘদিন ধরে এই আন্ডারপাসে টোল আদায় নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি বিজেপি বিধায়কের। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহু বছর ধরে কোন্নগর রেল স্টেশনের আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টোল আদায় করা হত। অভিযোগ, সেই টোল আদায়ের কোনও বৈধ অনুমোদন ছিলনা। উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কোন্নগর পুরসভায় যান। তিনি পুরসভার কাছে টোল আদায়ের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চান। বিধায়কের দাবি, পুরসভা কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালে ওই আন্ডারপাসে টোল আদায়ের জন্য একটি লিজ দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে সেই অনুমোদনের মেয়াদ আর নবীকরণ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে টোল আদায় চলছিল বলেই অভিযোগ। সম্প্রতি অনুমোদনহীন সমস্ত টোল আদায় বন্ধ করার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। সেই নির্দেশের পরই সক্রিয় হয় প্রশাসন। প্রথমে পুলিশকে টোল আদায় বন্ধ করতে বলা হয়। তারপর শুক্রবার সকালে বুলডোজার এনে টোল অফিসটি ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরপাড়ায় এই শুরু হল কোনও বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না। বেআইনি পার্টিঅফিস হোক বা বাড়ি সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের প্রশ্ন, যদি টোল অফিস বেআইনি হওয়ায় তা ভাঙা হয়, তাহলে এলাকার বেআইনি বহুতলগুলির অবৈধ অংশ কবে ভাঙা হবে? সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বহু জায়গায় নিয়ম ভেঙে বহুতল নির্মাণ হলেও এখনও পর্যন্ত সেগুলির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি। কলকাতা থেকে হাওড়া, তিলজলা থেকে গড়িয়া; বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই একাধিক বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি গড়িয়া শ্মশানের কাছে পুরসভার বুলডোজার অভিযানে একাধিক মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়। তার আগে গড়িয়ার মিতালি সংঘ সংলগ্ন মাঠের ক্লক টাওয়ার ভাঙা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। স্থানীয়দের দাবি, ২০২৩ সালে ওই ক্লক টাওয়ারটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই প্রকল্পে বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন বলেও অভিযোগ ওঠে। যদিও সেই নির্মাণকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। অভিযোগ ছিল, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই প্রভাব খাটিয়ে ক্লক টাওয়ার তৈরি করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে আদালত পর্যন্ত মামলা গড়ায়। কলকাতা হাই কোর্ট বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিলেও, সেই সময় তা কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পরে সরকার পরিবর্তনের পর পুরসভা বুলডোজার চালিয়ে সেই নির্মাণ ভেঙে দেয়। কোন্নগরের এই বুলডোজার অভিযান ঘিরেও এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ মনে করছেন, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে যদি সত্যিই কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়, তাহলে শুধুমাত্র টোল অফিস নয়, সমস্ত অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধেই সমানভাবে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

দুঃসাহসিক চুরি, উধাও ২০ ভরি সোনা ও নগদ ৫০ হাজার, গভীর রাতে ফাঁকা বাড়িতে হানা দুষ্কৃতীদের

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২২ মে ঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকবামন গড়িয়া এলাকায় এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, বাড়ির সদস্যরা বাইরে থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গভীর রাতে ফাঁকা বাড়িতে হানা দেয় একদল দুষ্কৃতী। বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আলমারি-সহ ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় তারা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির সকল সদস্য একটি পারিবারিক কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই পরিকল্পিতভাবে বাড়িটিকে নিশানা করে দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়দের অনুমান, দীর্ঘক্ষণ বাড়িতে কেউ না থাকার বিষয়টি আগে থেকেই নজরে রেখেছিল চোরের দল। গভীর রাতে বাড়ির মূল দরজার তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে তারা। এরপর একে একে ঘরের আলমারি, ড্রয়ার ও মূল্যবান জিনিসপত্র রাখা স্থানগুলি তল্লাশি চালায়। পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে প্রায় ২০ ভরি সোনার গয়না এবং প্রায় ৫০ হাজার টাকা নগদ খোয়া গিয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শুক্রবার সকালে বাড়ির সদস্যরা ফিরে এসে ঘরের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখে প্রথমেই তাঁদের সন্দেহ হয় চুরির। পরে আলমারি খুলে সমস্ত গয়না ও টাকা উধাও। ঘটনার খবর দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশীরা বাড়িতে ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ বাড়ির আশপাশের এলাকাও খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা চকবামন গড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় চুরি ও দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বেড়েছে। রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে তদন্তকারীদের আশা।

গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় হাই কোর্টে তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, রক্ষাকবচের আর্জি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ মে ঃ যেকোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হতে পারেন, এই আশঙ্কায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে তাঁর আইনজীবী রক্ষাকবচের আবেদন জানান। আদালত মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী ২৬ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর। সম্প্রতি ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয় দিলীপ মণ্ডলের একটি ভিডিও। সেখানে তাঁকে বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিতে দেখা যায়। ভিডিওতে তিনি বলেন, '১৫ বছর ধরে অনেক সংযম দেখিয়েছিলাম। শান্তিতে রেখেছিলাম। কিন্তু আর তা হবে না।' পাশাপাশি বিজেপিকে উদ্দেশ্য করেও হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায় তাঁকে। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। এরপর বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়। যদিও ভাইরাল ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এরপর গত ১৪ মে সকালে পৈলানে দিলীপ মণ্ডলের বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশ ও র‍্যাফ। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। ওই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধায়কের বাড়িতে একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি, সুইমিং পুল, দামী কাঠের আসবাবপত্র এবং বিশেষ সাজসজ্জা নজরে আসে। এমনকি বাড়ির ভিতরে একটি কৃত্রিম গুহার মতো কাঠামোও রয়েছে বলে জানা যায়। তল্লাশি অভিযানের পর থেকেই কার্যত বেপাত্তা হয়ে যান দিলীপ মণ্ডল। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এরই মধ্যে গত ১৭ মে রাজ্য পুলিশের টাস্ক ফোর্স ও ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে বিধায়কের ছেলে অর্ঘ্য মণ্ডল-সহ পাঁচজনকে বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের। তাদের বিরুদ্ধে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এই আবহেই গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল বিধায়ক।

জায়গা জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে গন্ডগোল ও মারপিট

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২২ মে ঃ জায়গা জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে বচসা ও মারপিঠের ঘটনায় গ্রেফতার এক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জয়নগর থানার খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেউতলা শান্তিপুর এলাকায় জমি জায়গা নিয়ে গন্ডগোল, বচসা ও মারপিঠের ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার। আর তার পরে জয়নগর থানায় প্রতিবেশীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ নেউতলা শান্তিপুর এলাকার বাড়ি থেকে সুদীপ হালদার (২৭), নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর অনিল বসু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ মে ঃ প্রসেনজিৎ দেবনাথ পূর্ব বর্ধমানের কালনা পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা অনিল বসু-কে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করল কালনা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কালনার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ও তরজা।শুক্রবার ধৃত তৃণমূল নেতা অনিল বসুকে আদালতে তোলা হলে তিনি দাবি করেন, তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বিরোধীদের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন তিনি এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় তাঁকে জড়ানো হয়েছে।তবে এই ঘটনায় তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন কালনার বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, অত এই ধরনের দুষ্কৃতী আছে, সকলকেই গ্রেপ্তার করা উচিত। আমরা আজ একটি স্কুলে এসেছি। বাচ্চারা তাদের আশেপাশে এমন মানুষকে দেখতে চায়, যাদের দেখে তারা অনুপ্রাণিত হবে। তারা কোনও দুষ্কৃতীকে দেখতে চায় না। শুধু পড়ুয়ারাই নয়, তাদের মা-বাবা, দাদু-দিদারাও চান না যে সমাজে এই ধরনের লোক থাকুক। কালনার মানুষও এই ধরনের দুষ্কৃতীদের আর দেখতে চায় না।দএখানেই থেমে থাকেননি বিজেপি বিধায়ক। তিনি আরও বলেন, 'যারা গুন্ডামি করে, চুরি করে, দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকে, তাদের এই সমাজে কোনও জায়গা নেই। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।' অন্যদিকে, অনিল বসুর 'রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে' দাবির পাল্টা কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সিদ্ধার্থ মজুমদার। তিনি বলেন, 'একজন গুন্ডা, জোচ্চোর, লম্পট আবার বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছেন! মানুষ সব বুঝতে পারছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতে অদিতি-দেবরাজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ মে ঃ আপাতত বড়সড় আইনি স্বস্তি পেলেন রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী তথা বিধাননগর পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্ট মৌখিক নির্দেশে জানিয়েছে, আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করা যাবে না। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ফলে তার আগে অদিতি ও দেবরাজের বিরুদ্ধে কোনও রকম কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। অদিতি এবং দেবরাজের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। অন্যদিকে রাজ্যের পক্ষে আদালতে হাজির ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার। শুনানিতে রাজ্যের তরফে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয় প্রাক্তন বিধায়ক ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। আদালতে জানানো হয়, নির্বাচনের আগে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বেনামে কিংবা আত্মীয়-পরিচিতদের নামে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাজ্যের দাবি, নির্বাচনী হলফনামায় প্রকৃত সম্পত্তির পরিমাণ গোপন রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল।

স্বাবলম্বী হওয়ার দিশা দেখাচ্ছে গোমাতা; গোসেবা পরিবারের অনন্য উদ্যোগ-আখ্যান

দুরন্তবার্তা, সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী, চাকুলিয়া, ২২ মে ঃ ঊষাকালের ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন প্রথম সূর্যের আলো স্পর্শ করছে ধরিত্রীকে, ঘুম ভাঙছে জীবজগতের; ঠিক সেসময় প্রত্যুষের সূচনালগ্ন থেকেই ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়ার গোশালায় রীতিমতো ব্যস্ততার ছবি। কোথাও গোবর দিয়ে তৈরি হচ্ছে জৈব সার, কোথাওবা গোমূত্র থেকে সযত্নে উৎপাদন করা হচ্ছে ভেষজ ওষুধ। আদতে এটি সাধারণ কোনও গোশালা নয়; বলা ভাল, দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ভোলবদলের স্বপ্নের আঁতুরঘর। যে স্বপ্ন ভারতকে আবার তার শিকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যে স্বপ্ন দেশের মাটিকে রাসায়নিক সারের ক্ষত থেকে মুক্ত করার, যে স্বপ্ন গ্রামের যুবকদের ঘরের কাছেই কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেওয়ার। তগোসেবা পরিবারদ-এর হাত ধরে চাকুলিয়ায় নীরবে ঘটে চলেছে এমনই এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। যার মূল চালিকাশক্তি; আমাদের সনাতন সংস্কৃতির ধাত্রী 'গোমাতা'। সাধারণত 'গোশালা' বললেই অনেকের চোখে ভেসে ওঠে অনুদানের ওপর নির্ভরশীল কিছু রুগ্ন ও বৃদ্ধ গবাদি জীবের আশ্রয়স্থল। কিন্তু চাকুলিয়ায় তগোসেবা পরিবারদ-এর বিনামূল্যের আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সেই চেনা ধারণাটাকে এক ঝটকায় বদলে দিতে শুরু করেছে। লক্ষ্য একটাই; গোশালাগুলিকে যেন অন্যের অনুদানের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেই একেকটি লাভজনক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। হয়ে উঠতে পারে কর্মসংস্থানের কেন্দ্র। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুবকদের শেখানো হচ্ছে; কীভাবে গোবর ও গোমূত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা যায় একটি স্বাবলম্বী অর্থনীতি। বিনামূল্যে চলা এই বিশেষ আবাসিক শিবিরে শেখানো হচ্ছে, গোবর ও গোমূত্র শুধুমাত্র কোনও বর্জ্য নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির আসল মেরুদণ্ড। এগুলো থেকে তৈরি জৈব সার, কীটনাশক, বায়োগ্যাস এবং নানা ধরনের ভেষজ প্রসাধন সামগ্রী আজ বাজারের নতুন ট্রেন্ড। এই অভিযানের উদ্যোক্তারা মনে করেন, ভারতের উন্নয়নের আসল চাবিকাঠি নিহিত আছে গ্রামেগঞ্জে। আর সেই গ্রামকে স্বনির্ভর করতে গোসেবা পরিবার পাঁচটি মূল বিষয়ের ওপর কাজ করছেপ্রথমত, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে জমির উর্বরতা ফেরানো, যাতে কৃষকের খরচের বোঝা কমে। দ্বিতীয়ত, আয়ুর্বেদ ও পঞ্চগব্যর মেলবন্ধনে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা। তৃতীয়ত, গোবর গ্যাসের মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে জ্বালানিতে আত্মনির্ভরতা। চতুর্থত, গোবর ও গোমূত্র থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। পঞ্চমত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন ও গো-ঔষধের প্রচার। দেশের প্রায় ২০ হাজার গোশালা রয়েছে। প্রতিটি গোশালা যদি আশেপাশের ৩০টি গ্রামের দায়িত্ব নেয়, তাহলে বদলে যেতে পারে দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো। ভারতের প্রায় সমস্ত গ্রাম আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এমনই মত এই ভাবনার কান্ডারী তগোসেবা পরিবারদ-এর। নিজের গ্রামে যখন কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রামের যুবসমাজ পাড়ি জমায় ভিন রাজ্যে, অচেনা শহরে; সেইসময় তগোসেবা পরিবারদ-এর এই উদ্যোগ তাদের ডাক দিচ্ছে ঘরে ফেরার। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষিত যুবকরা দেশের বিভিন্ন গ্রামের গোশালায় কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে। সেবাভাবের পাশাপাশি এই কাজের ভিত্তিতে যোগ্যতা এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে মিলতে পারে ১৫ থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত সাম্মানিক। 'সেবার মাধ্যমে স্বাবলম্বী' হওয়ার পথ দেখায় এই প্রচারাভিযান। এমনটাই মত উদ্যোক্তাদের। চাকুলিয়ার এই মডেল এখন দেশের সমস্ত গোশালার কাছে প্রসারিত করতে প্রস্তুত 'গোসেবা পরিবার'। কোনও গোশালা যদি নিজেদের স্বাবলম্বী করতে চায়, তাহলে গোসেবা পরিবার তাদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে এই সংস্থা। সরাসরি এখান থেকে প্রশিক্ষিত কর্মী পাঠিয়ে অন্যান্য গোশালাগুলিকে স্বনির্ভর করতে উদ্যোগী হবে গোসেবা পরিবার। তগোসেবা পরিবারদ-এর এই উদ্যোগ শুধুমাত্র গোপালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই গল্প এক আত্মবিশ্বাসী ভারতের, যা তার গ্রামীণ ঐতিহ্যকে বিজ্ঞানভিত্তিক পথের মাধ্যমে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। গোমাতা কেবল আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়েই নয়, বরং বাস্তবে হয়ে উঠছে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর দৃঢ় ভিত্তি।

হিন্দুস্থান সমাচার / সৌম্যজিৎ / সংবাদ

পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে ফোনে মোদীর ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে খুনের হুমকি!

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২২ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঝালমুড়ি খাওয়ার ঘটনায় একসময় দেশজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের ঝালমুড়ি বিক্রেতা বিক্রমকুমার সাউ। এবার সেই বিক্রমই খুনের হুমকিতে আতঙ্কিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা একাধিক ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা এবং ভিডিও কলে তাঁকে প্রাণনাশ ও দোকান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ, গত রবিবার থেকে অচেনা আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে ফোন আসতে শুরু করে। কখনও ভিডিও কলে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে, কখনও হোয়াটসঅ্যাপে দোকানকে 'টার্গেট' করে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফোনে গালিগালাজও করা হয়েছে বলে দাবি। ঘটনার পর থেকেই পরিবার নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন বিক্রম। নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁর দোকানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিক্রম বলেন, তআমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ফোন এসেছে। একজন বলেছে, 'তু জিন্দা হ্যায় অর নেহি'। মেসেজ করে দোকান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। পরিবারের নিরাপত্তা চাই।দ প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গত ১৯ এপ্রিল ঝাড়গ্রামে সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সভা শেষে কনভয়ে যাওয়ার পথে আচমকাই গাড়ি থেকে নেমে ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ মোড়ের বিক্রমের দোকানে ঝালমুড়ি খান তিনি। সেই ছবি ও ভিডিও দেশজুড়ে ভাইরাল হয়েছিল। ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সহ সভাপতি দেবাশিস কুণ্ডু বলেন, 'যারা জড়িত, পুলিশ তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ওই ঝালমুড়ি বিক্রেতার পাশে আমরা আছি।' ঝাড়গ্রামের জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, 'পুলিশ এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।'

সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় অতিরিক্ত মেট্রো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২২ মে ঃ আগামী রবিবার ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় মেট্রো রেল অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐদিন ব্লু এবং গ্রীন লাইন করিডরে সকাল সাতটায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে আজ মেট্রো রেলের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ব্লু লাইনে শহীদ ক্ষুদিরাম দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে ১৫২টির পরিবর্তে মোট ১৬০ টি ট্রেন চালানো হবে। অন্যদিকে হাওড়া ময়দান সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এর মধ্যে গ্রীন লাইন করিডরে ১০৮ টির পরিবর্তে ওই দিন মোট ১১৬ টি ট্রেন চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে ঐদিন কোন ট্রেন চলবে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭১ সংখ্যা, শনিবার , ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

কুচবিহারের মহারাজা

ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (রাজত্বকাল খ্রি- ১৮৬৩ - ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) ও মহারাণী সুনীতি দেবীর তৃতীয় সন্তান হিসেবে মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় কুচবিহার রাজপরিবারের প্রাসাদ উডল্যান্ডস প্যালেসে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে। ভারতসম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহারাজকুমারের ধর্মমাতা হওয়া রাজকুমারকে ভিক্টর বলে অভিহিত করা হত। রাজকুমার ভিক্টর ভারতের দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস্ স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষার পর ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে ফার্নবরো এবং ইটন স্কুলেও শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে শিক্ষার শেষে ভারতে ফিরে আসার পর দেরাদুনের ইম্পেরিয়াল ক্যাডেট কোর থেকে সামরিক বাহিনীর শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে এলাহাবাদ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মহারাজকুমার প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ নিজে কোনো বই না লিখলেও সাহিত্য রসিক ছিলেন। কুচবিহার সাহিত্য সভা এবং হলদিবাড়িতে নিজ নামাঙ্কিত প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাগার স্থাপনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহারাজকুমারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল পৃথিবীর বিচিত্র ধরণের মূল্যবান বই। এইসব বই বর্তমানে কুচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত রয়েছে। ইন্দুভূষন মজুমদার লিখিত গ্রন্থের সম্পাদকীয় মতামত তিনিই লেখেন, এছাড়াও কিছু লেখা তাঁর আছে। মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সহিত ব্যারিস্টার মতিলাল গুপ্তের গুণবতী কন্যা সাহিত্যিক নিরুপমা দেবীর বিবাহ হয়। আধুনিক মহিলা কবি, সমালোচক এবং সম্পাদক হিসেবে রাণী নিরুপমা দেবী বাংলার মহিলা মহলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ ও রাণী নিরুপমা দেবীর দুই পুত্র হলেন কুমার নিধি ও কুমার গৌতম নারায়ণ। এই দু- দুটো সন্তানকে রেখে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নিরুপমা দেবীর সাথে রাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরবর্তী কালে সাহিত্যিক নিরুপমা দেবী নাট্যকার শিশিরকুমার সেনকে বিবাহ করলেও রাজকুমার ভিক্টর আর বিয়ে করেননি। কুচবিহারের রাজকন্যা তথা জয়পুরের প্রয়াত মহারাণী ও রাজমাতা গায়ত্রীদেবীর জীবনস্মৃতিধর্মী বই "A Princess Remembers the Memories of the Maharani of Jaipur " মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। 'অনেক ভারতীয় পরিবারের মতো, বিভিন্ন আত্মীয়রাও কুচবিহার রাজপ্রাসাদে দিন বা মাস বা বাকি সারাজীবন বসবাস করতেন ।আমাদের দূরসম্পর্কীয় জ্যেঠুর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী প্রাসাদের সংসার চালাতে এসেছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রাসাদেই ছিলেন। তার মেয়ে আমাদের খেলার সাথীদের মধ্যে অন্যতম ছিল, এবং আমাদের খুড়তুতো ভাই (রাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সন্তানরা) , নিধি এবং গৌতম ছিলেন ভিক্টর কাকুর ছেলে। তিনি ছিলেন আমার বাবার মৃত্যুর পর পরবর্তী ও একমাত্র জীবিত ভাই, এবং আমাদের ছোটবেলার দিনগুলোকে তার অপরিমেয় প্রাণশক্তি ও শিশুদের প্রতি ভালোবাসার দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।'

সুলেখা কালি

পুর্ববঙ্গের রাজশাহী শহরের মৈত্র বাড়ি। পরিবারের কর্তা অম্বিকা চরণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, গিন্নি সত্যবতী মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী। সেই বাড়ির ছেলে শঙ্করাচার্য ও ননীগোপাল স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন ননীগোপাল আর পরীক্ষার ঠিক আগেই বিদেশী পন্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং করার অপরাধে ঠাঁই হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলে বসেই ফাইনাল পরীক্ষা দেন কিন্তু বাঙালের গোঁ, বিদেশী কালিতে না লিখে উত্তর লিখলেন পেন্সিলে। অল্পের জন্য ফার্স্ট হতে পারেননি। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সোদপুরে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আশ্রমে গান্ধীজির সাথে দেখা করতে যান। উনি ননীগোপালকে নিজের বিলিতি কলম দেখিয়ে আক্ষেপ করেন, তোমরা শিক্ষিত ছেলে এরকমটা বানাতে পার না? আসলে সেই সময় মহাত্মা গান্ধী শিক্ষিত সমস্ত ভারতবাসীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার যাতে দেশের যুবসমাজ স্বনির্ভর হতে পারে, নেপথ্যে থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে স্বাধীনতা আন্দোলনকে। গান্ধীজী তাকে কালির ব্যবসা শুরু করার পরামর্শ দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। তিনি তাঁর সহকারী তথা বেঙ্গল কেমিক্যালসের চীফ কেমিস্ট সতীশচন্দ্র সামন্তকে এব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলেন। সামন্ত মশাই ল্যাবরেটরিতে তৈরি তার কৃষ্ণধারা কলমের কালি তৈরির ফর্মুলা তুলে দিলেন ননীগোপাল মৈত্রের হাতে। নির্দেশ দিলেন এমন কালি তৈরীর কারখানা গড়ে তুলতে, যা আমদানী করা বিদেশী কালির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। বর্জন করতে পারে তাকে। সেই শুরু, ১৯৩৪ সালে পূর্ব বাংলার রাজশাহীতে মৈত্র বাড়ির শঙ্করাচার্য ও ননীগোপাল চালু করলেন কালির কারখানা। বাবা অম্বিকা চরণ তার সারাজীবনের সঞ্চয় তুলে দেন ছেলেদের হাতে। মূলধন খুবই কম,এমন কি প্রাথমিক যন্ত্রপাতিও কেনা যাচ্ছে না। তবে কালি তৈরী হল, নাম দেওয়া হলো 'সুলেখা' মানে সুন্দর লেখা। ঝর্ণা কলমের জন্য আদর্শ। নিব বারবার ডোবাতে হয় না একবার ভরে নিলেই হল। পরিবারের সবাই মিলে ব্যবসায় নামলেন। বাড়ির মেয়েরা কালি তৈরী করতেন আর পুরুষরা সেগুলো ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। ক্রমে শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে সুলেখার চাহিদা বাড়লো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর বিজ্ঞাপন লিখে দিলেন, 'সুলেখা কালি....... এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।'

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

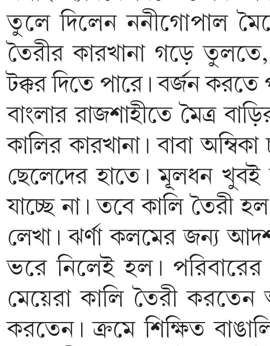

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

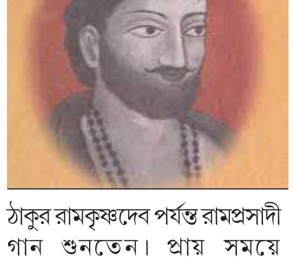

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত রামপ্রসাদী গান শুনতেন। প্রায় সময়ে নরেনকে বলতেন, ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধরতেন নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। সেই গান শুনতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানব জাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়ে ছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। তাঁর কাছে শ্যামা মা কন্যা স্বরূপ।

বাংলার নবজাগরণে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার নবজাগরণের কালে প্রয়োজন ছিল 'ন্যাশনালিজম' শব্দের। সেই 'ন্যাশনালিজম' শব্দটাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করে দিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিটি লেখায় ন্যাশনালিজম শব্দটা অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পরিস্কার করে বলতে পেরেছেন যে জাতীয়তাবোধ না থাকলে একটি জাতি বা দেশ বড় হতে পারে না। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) তে আমরা দেখি ন্যাশনালিজমের প্রকাশ। দেশ যখন পরাধীন তখন ন্যাশনালিজমকে সমানে নিয়ে এসে একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার ফলেই বাংলায় জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে জনগণ উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। । বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যদি ভারতীয়দের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা না করা যায় তাহলে কিন্তু সঠিক ন্যাশনালিজম এসে উপস্থিত হবে না। সাম্যবাদকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলেই তিনি সাম্য প্রবন্ধ লিখলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম জাতীয়তাবাদকে বিস্তার করার প্রবণতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন ১৮৪৪ সালে। তখনও কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবী অরবিন্দ এসে তখনও পৌঁছাননি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রে জাতীয় জাগরণ মন্ত্রকে সফল করার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল ১৯০৫ সালের পর পর্যন্ত যতদিন না বিপ্লবী অরবিন্দ এসে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনকে জাগ্রত না করলেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষী ছিলেন। তিনি বহু ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতের মিল হয়নি। কিন্তু তা বলে তিনি আবার বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর কোনও দিন স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজ বিরোধিতা করেন নি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ করলেও ইংরেজ সরকারকে পাশে রেখে কাজ করতে চাইতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তখন হিন্দু ধর্মের লোকেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। ফলে ইংরেজদের মতো চাবুক ধরে দেশ তথা সমাজ চালানোর মতো লোকেদের বাংলাদেশে প্রয়োজন খুব ছিল বলে অনুভব করতেন বিদ্যাসাগর। তিনি ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি চাইতেন সবাই ইংরেজি ভাষা সুশিক্ষিত হোক। ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করুক। কিন্তু সমাজ তো তখন সেইভাবে প্রস্তুত ছিল না। বেথুন স্কুল তৈরি করতে গিয়ে মহামতি বেথুন সহ মদনমোহন তর্কা লঙ্কারকে কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তো ছড়া কেটে বসলেন বেথুন সাহেবের বিরুদ্ধে। তার ওপরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধে বাংলার পণ্ডিত সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাকে বেথুন স্কুল তৈরি করা থেকে বিরত হতে বহু চেষ্টা করেছিল পণ্ডিতেরা। কিন্তু করতে পারেনি তাঁর একগুয়েমির জন্য। তিনি বেথুন স্কুলে তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মেয়েদের স্কুল তৈরি করে পঠনপাঠন চালু করে ক্ষান্ত হন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সেই কারণে ইংরেজদের হয়ে কথা বলতেন বিদ্যাসাগর। তা বলে তাদের হয়ে দাসত্ব করতে কাউকে তিনি বলেননি বা উপদেশ দেননি। এখানেই কিন্তু বিদ্যাসাগরের পার্থক্য। তিনি চলতেন নিজের পায়ের ওপরে ভর করে। সেখানে থেকে কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে বিচলিত করাতে পারেনি। তিনি নিজের মনের জোরে চলতেন এবং উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন বিদ্যাসগর মহাশয়। আসলে বিদ্যাসাগরের বহু মতকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রীতিবোধতাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। জাতীয় চেতনার ব্যাপারে কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও কথা বলেন নি। তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন মাত্র। শিক্ষাকে বলিষ্ঠ করার জন্য তিনি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। আবার ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলার পাঠকদের বহু লেখা উপহার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় 'রাজমোহন ওয়াইফ' লিখেন। তারপরে আর কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় কোনও বই প্রকাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। তিনি তাঁর মতকে সর্ব সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষাকে তার রচিত সাহিত্যের মাধ্যম গ্রহণ করে নিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে একটি কিন্তু কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি প্রকৃত ভারতীয় হয়েও পরাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার ফলে ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পচ্ছন্দের লোক পদ অধিগ্রহণ করতো। এই রকম একটা চাপা ক্ষোভ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ক্রিয়াবিক্রিয়া হিসাবে কাজ করে থাকতে পারে। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পারেন পরাধীন দেশের নাগরিক হয়ে থাকলে কী জ্বালা যন্ত্রণা বহন করতে হয়। নিজ দেশে শিক্ষিত নাগরিকেরা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারবে না এই চাপা ক্ষোভ নিশ্চয় কাজ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে। সেই কারণে তিনি তাঁর প্রতিটি লেখায় জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশিয়ানাকে উপস্থাপিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। বলতে গেলে তিনি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনোভাব পোষন করতেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটা তাকে মানসিক দিক দিয়ে বেশ আঘাত দিয়েছিল বলেই তিনি স্বদেশী জাগরণের কথাকে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পারেন যে স্বাদেশি জাগরণ সৃষ্টি না করতে পারলে ভারতীয়দের মুক্তি নেই। সেই কারণে তিনি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন। পরে এটি জাতীয় মন্ত্র হয়ে দেশবাসীকে আপ্লুত করে ফেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আঘাতই তাঁর গোপন প্রতিভাকে সবার সমানে মেলে ধরতে সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় উপন্যাস রচনা করলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'। এটি রাজপুত বীরের কাহিনীকে সমানে রেখে তিনি উপন্যাস। তারপরে তিনি 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করলেন। রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি রোমান্টিক নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। এছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে বিতর্কিতক প্রবন্ধ রচনাটি হচ্ছে 'কৃষ্ণ চরিত্র।' এই প্রবন্ধটি নিয়ে আজও পণ্ডিত সমাজে গবেষণা হচ্ছে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি এই ধরনের উপন্যাসটি রচনা করেন। তিনি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনা করলেন। দেশ উদ্ধারের আসল শক্তি হল ভক্তি সেটাকে তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেন। আসলে সেই সময়ে জাতীয় জাগরণের একটি ক্ষুদ্র উন্মাদনা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই জাতীয় জাগরণের ক্ষুদ্র উন্মাদনকে আরও বিকাশ করতেই আন্দমঠ উপন্যাসটি রচিত হল। সন্ন্যাস বিদ্রোহকে সামনে রেখে একটি উপন্যাসের পট রচনা। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের আন্দোলন দেখে যেতে পারেনি বটে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাসটি বিপ্লবীদের মুখ্যপাঠ্য হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা বাংলায় এসে 'আনন্দমঠ'কে বিপ্লবীদের আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে বিপ্লবীদের মুখ্য বীজমন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। বিপ্লবী অরবিন্দ না আসলে বাংলায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি গুরুত্ব প্রায় থাকতো না বলতে গেলে চলে। জাতীয় জাগরণে মন্ত্র হিসাবে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে প্রাধান্য দেওয়া হল। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে 'বন্দে মারতম' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। আবার কংগ্রেস অধিবেশনের জাতীয় সঙ্গীত ছিল 'বন্দে মাতরম' গানটি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি 'বন্দে মাতরম' স্লোগানকে তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন। ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্র এই সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চারিত হতে দেখা গেল। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত মাতা'র ছবিটাতে কি কোনও রাজনৈতিক দল অধিবেশন করার আগে মাল্যদান করে অধিবেশন শুরু করে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বন্দেমাতরম সঙ্গীতের গুনমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন।

রামমোহন মিশনের উদ্যোগে রামমোহন পুরস্কার বিতরণ

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার রামমোহন মিশন রাজা রামমোহন সম্মান পুরস্কার চালু করেছিল যেগুলি বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজ কর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দেওয়া হয় প্রতি বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। অতীতে এই পুরস্কারে ভূষিত দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা হলেন ডক্টর জেভি নারলিকার, ডক্টর কে. কস্তুরি, স্বামীনাথন, ডাঃ অনিল কাকোদকর, ডাঃ জি মাধবন নায়ার, ডাঃ মণিলাল ভৌমিক এবং ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী এবং ডঃ ভি নারায়ণনসহ আরও অনেকে। কঠোর এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রামমোহন মিশন ইতিমধ্যেই আধুনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছে এবং রাজ্যে অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে উন্নত চক্ষু হাস পাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। এই উপলক্ষ্যে স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের কৃষ্ণ বিশ্বাস মেমোরিয়াল স্কলারশিপ দেওয়া হয়। ২২শে মে, ২০২৬, রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৪ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের পবিত্র উপলক্ষ, যখন রামমোহন পুরস্কার ২০২৬ পুরস্কৃত দেওয়া হয় ড. জি. ইমানুয়েল, চেয়ারম্যান, CISCE এবং সাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তীকে নজরুল মঞ্চের পেক্ষাগৃহে।

'যে প্রশ্ন করতে শেখে, সেই-ই সত্যের পথে এগিয়ে যায়।' এমন এক সময়ে তিনি জন্মেছিলেন, যখন কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সামাজিক বৈষম্য মানুষের জীবনকে অন্ধকারে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সেই অন্ধকারে রাজা রামমোহন যুক্তির প্রদীপ জ্বালান। সতীদাহ প্রথা বিলোপের আন্দোলন, নারীশিক্ষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান ভারতীয় সমাজকে নতুন পথ দেখিয়েছিল। তিনি শুধু একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন এক নতুন চিন্তার সূর্যোদয়। তিনি বিশ্বাস করতেন; মানুষের মুক্তি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নয়, জ্ঞান, যুক্তি এবং মানবিকতার চর্চায় নিহিত। রামমোহনের জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃত দেশপ্রেম মানে সমাজকে আরও ন্যায়সঙ্গত, আরও মানবিক করে তোলা। তাঁর চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই এখনও শেষ হয়নি। তাঁর সাহস, প্রজ্ঞা ও মানবমুক্তির স্বপ্ন আগামী প্রজন্মকে আলোকিত করুক।

একটা সময়ে আমাদের সমাজে নানা কুসংস্কার, নানা কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যার সবই ছিল ধর্মের দোহাই দিয়ে। আর বেশ কিছু মানুষের অমানবিক মানসিকতা, গোঁড়ামি, পৈশাচিক মনোবৃত্তিও কাজ করতো তার সাথে।

দিনের পর দিন সাধারণ নিরীহ,

অসহায় মানুষ সেগুলো মেনেও নিয়েছিল। ভাবতো এটাই নিয়ম, এগুলোই মানতে হবে। এটাই ভবিতব্য। যেমন বাল্যবিবাহ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, সতীদাহ প্রথা। এইরকম আরও কত কি!

একটি মেয়ের খেলার বয়স পেরোতে না পেরোতেই বিয়ে হয়ে যেত। আর কাদের সাথে বিয়ে হতো তাদের, যারা বৃদ্ধ, অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী এমন সব পাত্রের সাথে তাদের বিয়ে হয়ে যেত। বলতে গেলে মেয়ের অসহায় বাবারা মানতে বাধ্য হতেন।

মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলে সমাজের মাতব্বররা মেয়ের বাবাকে যে এক ঘরে করে দেবেন। সেই ভয়েই এই অসম বিবাহ। ছোটো মেয়েদের চোখের জল আর পিতামাতার চোখের জল শুকিয়ে যেত সামাজিক রক্ষণশীলতার তপ্ত নির্মম নিয়মের নিগড়ে। মেয়ের জীবনে অন্ধকার দেখা দিত।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহিলা গুপ্তচর

অনিকেত দত্ত

১৯৪২ সাল। রেঙ্গুন (বর্তমান মিয়ানমার)। শহরের সবচেয়ে ধনী এলাকাগুলোর একটিতে বাস করত এক ভারতীয় পরিবার। বাবা ছিলেন সোনার খনির মালিক। জন্ম থেকেই মেয়েটি দেখেছে অঢেল সম্পদ। দামি গাড়ি, রেশমি পোশাক আর হীরা-জহরত;এটাই ছিল তার শৈশব। তার নাম সরস্বতী রাজামণি। বয়স তখন মাত্র ১৫ কি ১৬। কিন্তু নিয়তি তার জন্য রাজপ্রাসাদ নয়, লিখে রেখেছিল জঙ্গল আর বারুদের গন্ধ। সেদিন রেঙ্গুনে এসেছেন ভারতের স্বাধীনতার শেষ আশা;নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। হাজার হাজার মানুষের সামনে তিনি বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা করলেন; তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরী রাজামণির শরীরের রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। তিনি সেই মুহূর্তেই নিজের গলার হার, হাতের বালা, কানের দুল;সব খুলে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ',এর তহবিলে জমা দিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে সেই বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল এক সেনা জিপ। জিপ থেকে নামলেন স্বয়ং নেতাজি। তিনি এসেছিলেন সেই গয়নাগুলো ফেরত দিতে। তিনি ভেবেছিলেন, আবেগের বশে ছোট মেয়েটি ভুল করেছে, এত দামি গয়না দান করার বয়স তার নয়। কিন্তু নেতাজির চোখের দিকে তাকিয়ে রাজামণি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন; নেতাজি, ওটা ভুল করে দিইনি। ওটা আমার দেশের জন্য দান। আর দান করা জিনিস আমি ফিরিয়ে নিই না।

নেতাজি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেয়েটির চোখে কোনো ভয় দেখলেন না, দেখলেন ইস্পাতের মতো জেদ। তিনি হাসলেন। নাম দিলেন;'সরস্বতী'। আর বললেন, তোমাকে আমার দলে চাই। কিন্তু বন্দুক হাতে নয়, তোমার কাজ হবে আরও কঠিন। 'রাজামণি'র মৃত্যু ও 'মণি'র জন্ম নেতাজির নির্দেশে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। মেয়েদের লম্বা চুল কেটে ফেলা হলো। পরানো হলো ঢিলেঢালা শার্ট আর প্যান্ট। সরস্বতী রাজামণি হয়ে গেলেন;'মণি'। তার সঙ্গী হলেন আরেক সাহসী মেয়ে; দুর্গা। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো; Espionage বা গুপ্তচরবৃত্তি।

১৬ বছরের এক কিশোরী, যে কয়েকদিন আগেও পালঙ্কে ঘুমাতো, সে এখন ব্রিটিশ মিলিটারির মেস-এ কাজ করছে 'বয়' হিসেবে! তাদের কাজ ছিল ব্রিটিশ অফিসারদের জুতো পালিশ করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া আর চা পরিবেশন করা। ব্রিটিশ জেনারেলরা ভাবত, এরা তো সাধারণ স্থানীয় বাচ্চা ছেলে, এরা ইংরেজির কী বুঝবে? তাই তাদের সামনেই চলত যুদ্ধের গোপন মিটিং। ম্যাপ খুলে তারা দেখাত;কোথায় আইএনএ-র ওপর বোমা ফেলা হবে, কোন রাস্তা দিয়ে রসদ যাবে। আর ঘরের কোণে জুতো পালিশ করতে করতে 'মণি'র কান থাকত খাড়া। তার মস্তিষ্ক দ্রুত রেকর্ড করে নিত প্রতিটি তারিখ, প্রতিটি কোড। কাজ শেষ করে বাথরুমে গিয়ে চিরকুটে সব লিখে, রুটির ভেতর বা জুতোয় লুকিয়ে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হতো নেতাজির ক্যাম্পে। দিনের পর দিন, মৃত্যুর সাথে এই লুকোচুরি চলতে লাগল।

সেই কালরাত্রিগ্ণ এক অসম সাহসের গল্প কিন্তু গুপ্তচরের জীবন মানেই প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়। একদিন সত্যি হলো সেই দুঃস্বপ্ন। রাজামণির সঙ্গী দুর্গা ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। খবর এল, তাকে মিলিটারি জেলে আটকে রাখা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হবে কথা বের করার জন্য।

আইএনএ-র নিয়ম ছিল কঠোর; ধরা পড়লে নিজেকে শেষ করে দাও, কিন্তু ধরা দিও না। সবাই রাজামণিকে বলল, পালিয়ে এসো, ওখানে গেলে তুমিও মরবে। কিন্তু রাজামণি সেদিন বলেছিলেন; আমার বন্ধু ধরা পড়েছে, আর আমি পালিয়ে আসব? এটা আমি হতে দেব না।

রাতের অন্ধকারে, ছেলেদের ছদ্মবেশে রাজামণি ঢুকে পড়লেন ব্রিটিশদের সেই কঠোর নিরাপত্তার দুর্গে। তিনি জানতেন প্রহরীদের দুর্বলতা। তিনি প্রহরীদের খাবারে ও চায়ে মিশিয়ে দিলেন শক্তিশালী আফিম ।প্রহরীরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন চাবি চুরি করে তিনি খুললেন দুর্গার সেলের দরজা।

দুর্গাকে নিয়ে যখন তিনি জেলের পাঁচিল টপকাচ্ছেন, ঠিক তখনই বেজে উঠল সাইরেন। শুরু হলো সার্চলাইটের আলো আর এলো পাথাড়ি গুলি। অন্ধকারে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ মনে হল আগুনের একটা গোলা এসে লাগল তার ডান পায়ে। একটা বুলেট রাজামণির পা ভেদ করে চলে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি। যন্ত্রণায় শরীর দুমড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি থামলেন না। কারণ থামলেই মৃত্যু;শুধু নিজের নয়, তার বন্ধুরাও।

আহত পায়ে, রক্তক্ষরণ হতে থাকা অবস্থায়, তিনি আর দুর্গা পাশের গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা কুকুর নিয়ে তাদের খুঁজছে। বাঁচার জন্য রাজামণি আর দুর্গা একটি বিশাল গাছের ওপর চড়ে বসলেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে; টানা তিন দিন (৭২ ঘণ্টা) সেই গাছের ওপর বসে ছিলেন তারা। পায়ে গুলি, শরীর জ্বরে পুড়ছে, জল নেই, খাবার নেই। নিচে ব্রিটিশ পেট্রল ঘুরছে। একটু শব্দ হলেই সব শেষ। তিন দিন পর যখন ব্রিটিশরা হাল ছেড়ে চলে গেল, তখন তারা গাছ থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পৌঁছালেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাম্পে।

নেতাজির স্যালুট ক্যাম্পে ফিরে যখন তিনি যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান, তখন তাকে দেখতে এলেন নেতাজি। ডাক্তাররা যখন তার পা থেকে বুলেট বের করলেন, নেতাজি সেই ১৬ বছরের লড়াকু মেয়েটিকে স্যালুট করে বলেছিলেন; আমি জানতাম না আমাদের বাহিনীতে এত বড় বারুদ লুকিয়ে আছে। তুমি ভারতের প্রথম নারী গুপ্তচর। তুমি আমার ঝাঁসির রানি। নেতাজি তাকে জাপানের সম্রাটের দেওয়া নিজের পিস্তল উপহার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজামণি চেয়েছিলেন শুধু দেশের স্বাধীনতা।

বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া এক হিরো ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু যে মেয়েটি দেশের জন্য নিজের যৌবন, রক্ত আর বাবার সম্পত্তি সব দিয়েছিলেন। দেশ কি তাকে মনে রেখেছিল? না। ইতিহাসের বইয়ে তাঁর নাম জায়গা পায়নি। যে রাজামণি একসময় সোনার পালঙ্কে ঘুমাতেন, জীবনের শেষ কয়েকটা দশক তিনি কাটিয়েছেন চেন্নাইয়ের রায়পেট্টায়। এক কামরার এক জরাজীর্ণ ভাড়া বাড়িতে।

বাংলাদেশে চিন্ময় দাসের জামিন আবেদন খারিজ

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

চিন্ময় দাসের আবেদন খারিজ, ২৪ জুন আবার আদালতে শুনানি। আবেদন করে জামিন পেলেন না চিন্ময় দাস, আবেদনও নামঞ্জুর।

আলোচিত আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় আসামি চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর করা তিনটি আবেদনই নামঞ্জুর করেছেন আদালত। ষষ্ঠবারের মতো সময়ের আবেদন ছাড়াও তার পক্ষে করা জামিনও চিকিৎসার আবেদনও শুনানি ছাড়াই খারিজ করা হয়েছে।

বুধবার চট্টগ্রামের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ জাহিদুল হকের আদালতএ আদেশ দেন। শুনানির সময় কারাগারে থাকা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ভার্চুয়ালি আদালতে যুক্ত ছিলেন।অন্য আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়।

আদালত একই সঙ্গে মামলার প্রথম সাক্ষী নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফের পিতার সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত ঘোষণা করেন। পরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী২৪ জুন দিন ধার্য করা হয়েছে। আদালত সূত্র জানায়, আসামি পক্ষের আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য্য সাক্ষী জেরার জন্য সময় আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়,প্রধান আইনজীবী অসুস্থ থাকায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসতে পারেননি। তবে শুনানির সময় আসামিপক্ষের কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি এস ইউ নুরুল ইসলাম সময় আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন,অসুস্থতার অজুহাতে ধারাবাহিকভাবে সময় চাওয়া আদালতের প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরে আদালত সময়ের আবেদন নামঞ্জুর করেন।

একইসঙ্গে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন আবেদন এবং ডান হাতও শরীরের ডান পাশ অবশ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে চিকিৎসার আবেদনও আইনজীবীর অনুপস্থিতির কারণে শুনানি ছাড়াই খারিজ করা হয়।

মামলার শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত প্রাঙ্গণে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয় পুলিশ, বিজিবি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আদালত ভবনের বিভিন্ন তলায় উৎসুক মানুষও আইনজীবীদের ভিড় দেখা যায়। আসামিদের আনা-নেওয়ার সময় আদালত এলাকায় উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী বলেন, নিহত আলিফের প্রায় ৮০বছর বয়সী বাবা প্রতিটি তারিখে আদালতে হাজির হলেও বারবার সময় আবেদনের কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছিল। আদালতের এ আদেশে তারা সন্তুষ্ট বলে জানান তিনি।

রাষ্ট্রপক্ষ জানায়, মামলার চার্জশিটে প্রায় ৫০জন সাক্ষীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী, চিকিৎসক, তদন্ত কর্মকর্তাও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছেন।

এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রাজকীয় প্রত্যাবর্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২২ মে ঃ ছবিটা একদম বদলে গেল। এ যেন একের পর এক পটভূমির পরিবর্তন। সালটা ২০১৯ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে য্যাগদান নিশীথ প্রামাণিকের। দিনহাটার স্টাইলে রাজনীতি করা প্রাক্তন তৃণমূল পরিবারের সদস্য মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদানের পথ কোচবিহার থেকে লোকসভার প্রার্থী হন বিজেপির হয়ে। তার প্রার্থী তালিকায় নাম ঘোষণা হতেই বিজেপি জেলা সদর কার্যালয়ে শুরু হয় ব্যাপক অশান্তি। তৎকালীন বিজেপির কোচবিহার জেলার সভাপতি মালতি রাভা রায়কে চরম হেনস্তার শিকার হতে হয়। ঠিক তার পরের দিন পরিবর্তন হয়ে যায় সবকিছু। রাতারাতি বদলে যায় বিজেপি কর্মীদের মনোভাব। কি মন্ত্রে তা সম্ভব হয়েছিল তা আজও অজানা। এরপর ১৯ সালে প্রথমবারের মতো কোচবিহারের লোকসভা আসনটিক ছিনিয়ে নেয় ভারতীয় জনতা পার্টি। সাংসদ হয়ে দিল্লি যান নিশীথ প্রামাণিক। এরই মাঝে মন্ত্রিসভার রদ বদলে আবার টুইস্ট। দেশের স্বরাষ্ট্র এবং ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হন নিশীথ প্রামাণিক। একবুক স্বপ্ন আর আশায় বুক বাঁধতে শুরু করে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের সাধারন মানুষ। এরপর কোচবিহার শহরের নিউ কোচবিহার রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় স্পোর্টস সিটি নির্মাণের উদ্যোগ নেন তৎকালীন দেশের ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। শুরু হয় এক রাজকীয় যাত্রা। পরবর্তীতে তিনি যেখানেই যেতেন উপচে পড়তো মানুষের ভিড়। উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের যুব আইকন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। যখন তিনি নিজ বাসভবন ভেটাগুড়িতে থাকতেন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তার কাছে পৌঁছে যেত। অদ্ভুতভাবে দেখা করতেন প্রত্যেকের সাথে। কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন তিনি এমনকি গরীব দু ঃস্থ মানুষ যাদের তার নিজের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না তার সমস্ত দায়িত্বভার নিজের কাজে তুলে নেন। এরই মাঝে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠে বিজেপি কোচবিহারের নটি বিধানসভার মধ্যে সাতটিতেই জয়লাভ করেছিল বিজেপি। দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হন তিনি ২০২১ সালে। তৎকালীন তৃণমূলের হেভিওয়েট একটি নেতা উদয়ন গুহকে পরাজিত করেন যদিও সরকার গঠন না হওয়ায় বিধায়ক পথ থেকে ইস্তফা দেন এবং পরবর্তীতে উদয়ন গুহ উপ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হন। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছিল কোচবিহার। প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক ঘর ছাড়া এমনকি তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর লুটপাটের ঘটনায় দেশের খবরের শিরোনামে ছিল এই জেলা। সেই সময় কর্মী-সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আস্থাভাজন

হন। সালটা ২০২৪। পুনরায় লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তবে এবার যেন ভাগ্য দেবতা সহায় ছিল না। ৪০ হাজারের কাছাকাছি ভোটে পরাজিত হন নিশীথ প্রামাণিক। তারপর কিছুটা হলেও যেন তার রাজনৈতিক কেরিয়ারে দাগ লাগে। যদিও ভেঙে পড়েন নি তিনি। কিছুদিন শান্তভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার পর পুনরায় ময়দানে ফিরে আসেন নিশীথ প্রামাণিক। এই সময় তাকে নিয়ে ট্রোল করতেও দেখা যায় দলের ও দলের বাইরের কর্মী সমর্থকদের। আবার ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা বিধানসভায় তাকে প্রার্থী করে বিজেপি। গতবারের থেকেও বিপুল সংখ্যক ঘটে জয়লাভ করেন তিনি। রাজ্যে ঘটে পালাবদল। এরপরই তৈরি হয় কেবিনেটের মন্ত্রিসভা আর তাতেই যেন আবার নতুন করে চমক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পাশাপাশি যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী হন নিশীথ প্রামানিক। এ যেন রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। মন্ত্রী হয়েই মেসি কান্ড নিয়ে রীতিমতো তদন্তের নির্দেশ। পাশাপাশি একগুচ্ছ প্রকল্প রূপায়ণের রূপরেখা তৈরির দিকেও নজর দেওয়া শুরু করেন তিনি। মন্ত্রী হওয়ার বেশ কয়েকদিন পর গতকাল ফিরে আসেন নিজের বাসভবন ভেটাগুড়িতে। যদিও তার আগের দিন রাতে মাথাভাঙ্গায় এসে রাজকীয় সংবর্ধনা পান তিনি। কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন - ময়লা পরিস্কার না করে উন্নয়নের চেয়ার তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই আগে পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি বলেন জনতার দরবার হবে প্রত্যেকটি অঞ্চলে এবং তৈরি হবে জনতার কার্যালয় যেখানে মানুষ তার সমস্ত পরিষেবা যা প্রয়োজন বিধায়কের কাছ থেকে তা তারা পাবেন। গতকাল রাতে ভেটাগুড়িতে তার রাজকীয় সংবর্ধনায় রীতিমতো ঈর্ষা প্রকাশ করছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি। বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশে যেন সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে। বিকেলের পর আসার কথা থাকলেও তার আসতে বেশ খানিকটা বিলম্ব হয় যদিও তাতে মানুষের ঢল এক বিন্দু কমেনি। উপরন্তু যত রাত বাড়তে থাকে মানুষের ঢল তত বাড়তে থাকে। তার জন্য তৈরি মঞ্চ যেন আরো একবার প্রমাণ করে আজও কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের যুব আইকন নিশীথ প্রামাণিক। ভোটের পর মুখোমুখি হননি দুই বন্ধু। একজন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক আরেকজন দিনহাটা বিধানসভায় সত্য জয়ী বিধায়ক অজয় রায়। মঞ্চের সংবর্ধনা নেওয়ার পরেই বিখ্যাত হিন্দি গান গেয়ে মঞ্চ মাতালেন দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায়। মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে গাইলে ইয়ে দোস্তি হাম নেহি ছোড়েঙ্গে .. সাধারণ এই ছবি খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। ক্যাটাগরিতে সংবর্ধনা নেওয়ার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় পুনরায় সংবর্ধনায় আসবেন মাথাভাঙ্গায়। নতুন করে মন্ত্রী হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছে সাধারণ মানুষ। যে স্পোর্টস হাব অপরিপূর্ণ ছিল তা আবার সম্পূর্ণ হবে এর আইকন পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার কারণে নতুন আশায় বুক পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের দাবী এবার পূরণ হবে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা। নিশীথ প্রামাণিক বলেন - আমি গর্বিত আপ্লুত মানুষ আমাকে এত ভালবাসে। সাংসদ থাকার সময় যা করতে পারিনি এবার তা পূরণ করব কারণ এবার রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার। এই এলাকার মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি আর সেই কারণেই বারংবার এই মাটির টানেই ছুটে আসা। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক প্রকল্পের কথা বলেছেন মানুষের আশা পূর্ণ হবে। স্বভাবতই নতুন রূপে আরও একবার এই প্রত্যাবর্তনকে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন বললেও হয়তো কম বলা হবে বলেই মত ওয়াকিবহল মহলের।

শিমলুগুড়ী-মরানহাট সেকশনে মেজর কার্ভ রিএলাইনমেন্ট কাজ সফলভাবে সম্পন্ন

মালিগাঁও, ২২ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত শিমলুগুড়ী-মরানহাট সেকশনে, পারমানেন্ট

স্পীড রেসট্রিকশন (পিএসআর) স্থায়ীভাবে অপসারণের লক্ষ্যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ভ রিএলাইনমেন্ট কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। পরিকাঠামোগত এই উল্লেখযোগ্য উন্নয়নকাজের আওতায় বিদ্যমান ৩-ডিগ্রি কার্ভটিকে ট্র্যাক কেটে ও সংযোগের মাধ্যমে একটি আরও সুগম ২-ডিগ্রি কার্ভে রূপান্তরিত করা হয় পাশাপাশি ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-এর খুঁটি ও তারগুলিও স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রাফিক ব্লক চলাকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং, অপারেটিং এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন (টিআরডি) বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা এই ডিভিশনের শক্তিশালী টিম ওয়ার্ক ও পরিচালন দক্ষতারই প্রতিফলন। ব্লক চলাকালীন সময়ে, বিদ্যমান ৩- ডিগ্রি কার্ভটিকে প্রায় ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের নতুনভাবে প্রস্তুতকৃত ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হয়, নতুনভাবে বিন্যস্ত একটি ২-ডিগ্রি কার্ভের সাথে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত করা হয়। এই প্রকল্পটিতে সর্বোচ্চ ৭.৭ মিটার ট্র্যাক স্লিউ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও পূর্ণ সুরক্ষার সাথে সম্পন্ন করা হয়। ট্রেন চলাচল সুগম ও সুরক্ষিত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, প্রথম ট্রেনটি অতিক্রম করার আগেই একটি ডুওম্যাটিক মেশিন ব্যবহার করে মেশিন ট্যাম্পিংয়ের কাজও সম্পন্ন করা হয়।

কাঁকসায় অবৈধ বালি পাচার রুখতে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২২ মে ঃ দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার পরই সক্রিয় হল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা এলাকায় অজয় নদের একাধিক বালিঘাটে শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয় প্রশাসনের জোরদার অভিযান। অবৈধ বালি পাচার রুখতেই এই অভিযান বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক মঞ্জু কাঞ্জিলালের নেতৃত্বে এই অভিযানে অংশ নেয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীরা এবং কাঁকসার মলনদিঘী ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে কাঁকসার নয়া কাঞ্চনপুর, শ্রীরামপুর, দুবরাজপুর কলোনি-সহ অজয় নদের একাধিক বালিঘাটে তল্লাশি চালানো হয়। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগ, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে অজয় নদের বুক থেকে বেআইনি উপায়ে বালি তোলার একটি বড় চক্র গড়ে উঠেছিল। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দিনের পর দিন ট্রাক, ডাম্পার ও ট্রাক্টরে করে বালি পাচার চলত বলেও অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন সময়ে। সম্প্রতি দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বালি ও পাথর পাচার নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এমডি ও সিইও-র কলকাতা সফর

কলকাতা, ২২ মে ঃ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এমডি ও সিইও, Shri Kalyan Kumar, ১২ মে ১০২৬ তারিখে কলকাতা সফরে আসেন। সেখানে তিনি সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলেন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ব্যাংকের শক্তিশালী পারফরম্যান্স তুলে ধরেন। তাঁর সফরের সময় তিনি ব্যাংকের অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উল্লেখ করেন, যার মধ্যে নেট লাভে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়ে ৩৩০৬ কোটিতে পৌঁছানো অন্যতম। এছাড়াও, ব্যাংক তার সম্পদের গুণমানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে-প্রস এনপিএ ১৬.৪৩ শতাংশ থেকে কমে ১১.৪৩ শতাংশ হয়েছে এবং নেট এনপিএ ১.৪৭ শতাংশ থেকে কমে ০.০৩ শতাংশ-এ নেমে এসেছে (মার্চ ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬)। এই সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এমডি ও সিইও একটি বৃহৎ Retail Outreach Program প্রোগ্রামের নেতৃত্ব দেন, যেখানে তিনি সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আবাসন, যানবাহন ও শিক্ষালোনসহ বিভিন্ন রিটেল ঋণ প্রকল্পের অধীনে বহু উপভোক্তার হাতে ঋণ অনুমোদনের চিঠি তুলে দেন। সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে Shri Kalyan Kumar প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প-প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY) এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা-এর সর্বজনীন প্রসারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এই সফরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল একটি অত্যন্ত ইন্টারঅ্যাকটিভ 'রপ্তানিকারক ও গ্রাহক সম্মেলন', যা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য প্রবণতা ও সীমান্ত-পার আর্থিক চাহিদা নিয়ে বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনটি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ট্রেডারদের ফরেক্স সংক্রান্ত প্রশ্নের

সরাসরি সমাধান দেওয়ার একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ জেনারেল ম্যানেজার (CGM) Shri Vasti Venkatesh এবং জেনারেল ম্যানেজার (GM) Shri Ajay Kumar Khanna। এই দুই শীর্ষ কর্মকর্তা রপ্তানিকারক সম্মেলনে বৈদেশিক মুদ্রা (ফরেক্স) লেনদেন, ট্রেজারি অপারেশন এবং বাণিজ্য সুবিধা নিয়ে মূল্যবান ও কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন।

ভাগলপুর ও কাটিহারের মধ্যে একটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালু করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২২ মে ঃ গঙ্গা নদীর ওপর অবস্থিত বিক্রমশীলা সেতুর ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে-যা ভাগলপুর এবং উত্তর-পূর্ব বিহার ও সীমানচল অঞ্চলের মধ্যে সড়ক যোগাযোগকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে-পূর্ব রেল জনস্বার্থে একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা ১ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ভাগলপুর ও কাটিহারের মধ্যে একটি 'অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন' চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতু সংযোগের বিঘ্ন ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দা, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, অফিসযাত্রী এবং ভাগলপুর ও কাটিহার, সহরসা, মাধেপুরা, নওগাছিয়া, কিষাণগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলোর মধ্যে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। যাত্রীদের এই অসুবিধা লাঘব করতে এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে, পূর্ব রেল দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভ্রমণকারী জনসাধারণের জন্য যাতায়াতের একটি নির্ভরযোগ্য ও সুবিধাজনক বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করেছে। ভাগলপুর ও কাটিহারের মধ্যে চালু হওয়া এই অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন পরিষেবার মূল লক্ষ্য হলো নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং যাত্রীদের যাতায়াতকে সহজতর করা। ০৩৪০৭ ভাগলপুর - কাটিহার অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ২৩.০৫.২০২৬ থেকে ০১.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (মোট ১০টি ট্রিপ) প্রতিদিন সকাল ০৭.০০ ঘটিকায় ভাগলপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং ওই দিনই দুপুর ১৩.০০ ঘটিকায় কাটিহার পৌঁছাবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body ,** found on 01.05.2026, at about 09.45 hrs, Lying dead outside the track at KM post no. 125/18 to 125/20 in between Tenya R/S to Malihati R/S, Description of this dead body is: **Age:** 45 Years, **Sex:** Male, **Complexion**- Sallow, **Height**- 5 Feet 6 Inch, **Build**- Normal, **Hair** - Black, **Wearing**- Blue jeans pant, Yellow black stripe full T shirt, Red inner half ganji, Blue half pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D738(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Babita Rajak,** Husband's Name - **Suraj Rajak**, of 85/1, Girish Ghosh Road, PO - Belurmath, PS - Belur, Howrah, who has been missing Since 27.03.2026, at about 12.00 hrs, under Belur PS, Description of this missing person is: **Age -** 17 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Salwar Suit, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D735(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

On 09.08.2025 at about 15.30 hrs. one minor namely **Sumi Saha, Daughter of Sujit Kumar Saha** of 3/3, Sapgachi 2nd Lane, PS – Tiljala, Kolkata – 700039 was reported to have been missing from the mentioned address (Residence). **Description of this missing minor (Victim) is: Age** – 14 Years Approx., **Sex** – Female, **Height** – 5', **Complexion** – Shyamla, **Face** – Oval, **Built** – Medium, **Wearing** – Pink Colour T-Shirt and Blue Colour Jeans Pant, **Religion** – Hindu, **Mother Language** - Bengali. please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710). ICA- D741(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/HCSD-I, invites e-Tender for NIeT-02/AE/HCSD-I/PWD of 2026-2027 Tender ID : 2026_WBPWD_5014358_1. Bid submission start date (online) : 22.05.2026 from 11:00 A.M. Bid Submission closing date (online) : 05.06.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Haldia Construction Sub Division No.I. ICA- T8416(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Requirement of Urgent replacement of AMD Spare Module, Transformer accessories of 1 (One) nos. (G+4) 13 (Ten) Passengers Lift (Lift No.- 01) of the District Judge's Court, Barasat, North 24 Parganas." NIT No : 03/T of 26-27 of AE/BESD, Tender Id : 2026_WBPWD_5014355_1. Bid Submission Start date (Online) : 21.05.2026, Bid Submission Closing date (Online) : 02.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi, ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T8419(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No.14/Q of 2026-27
Vide memo no 370 dated: 21/05/2026
Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors of the work Procurement and Installation of 03 (Three) 2 TR, Split Type air-condition machines for server room (400 sq. Ft.) of W.B.G. press Alipore unit at Kadapara. E-Tender Id is 2026_WBPWD_5014340_1. Bid Submission closing Date:- 05-06-2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/- K.K.Mitra Assistant Engineer Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.
ICA- T8427(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER e-NOTICE
NIeT vide Tender Reference No: WBPWD / AE / KCSD1 / NIeT-01 / 2026-2027 of AE, PWD, Krishnagar Construction Sub-Division No.-1 has been invited through Online mode. Tender ID: 2026_WBPWD_5014306_1. Sl. 01: Annual repair and maintenance work of different Govt. non-residential building within Collectorate compound including Administrative Building, Nadia & Khadya Bhawan, Nadia under Krishnagar Construction Sub-Division No.- I under Nadia Division, P.W.Dte. during the year 2026-27 (Rs. 4,10,706.00) Tender ID: 2026_WBPWD_5014306_2. Sl. 02: Periodical repair and maintenance of Sanitary & Plumbing works for non-residential buildings of different Govt. offices within Collectorate compound & Khadya Bhawan, Nadia under Krishnagar Construction Sub-Division No.- I of Nadia Division, P.W.Dte. during the year 2026-27 (Rs. 3,80,891.00) Tender ID: 2026_WBPWD_5014306_3. Sl. 03: Annual maintenance of different buildings inside and outside of Krishnagar District Correctional Home under Nadia Division, P.W.Dte. in the district of Nadia during the year 2026-27 (Rs. 2,42,994.00) Tender ID: 2026_WBPWD_5014306_4. Sl. 04: Periodical repair & maintenance of Sanitary & Plumbing works of different buildings inside and outside of Krishnagar District Correctional Home under Nadia Division, P.W.Dte. in the district of Nadia during the year 2026-27 (Rs. 3,82,192.00) Bid submission start date (online) 26 / 05 / 2026 from 02:00 P.M. Bid submission end date (online) 02 / 06 / 2026 up to 02:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.T. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in ICA- T8436(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpur Sub-Division-II, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING TENDER - **WBPWD/AE/BKPSD-II/e-NIT-01/2026-27. The work Renovation and Civil & Plumbing repair works of PWD Quarter near South Gate-2 (Ground Floor) Under Barrackpore Division 2025-2026. Tender ID : 2026_WBPWD_5014319_1.** Intending tenderers are requested to visit the website http://wbpwd.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpur Sub-Division-II.
ICA- T8400(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID-2026_WBPWD_5014342_1/2/3. NIeT Reference No.- 04/A.E./P.W.D./J.S.D. of 2026-27. Jadavpur Police Housing Estate-Periodic cleaning and disinfecting of underground reservoir and overhead water tank. Amt. Rs. 1,50,507.00. Last Date of Submission of Bid 03.06.2026 up to 5:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division.
ICA- T8414(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
AE/CKHSD-I/PWD invites online **NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD-I/NIeT-01/ 2026-2027** for the following work (1) Calcutta National Medical College & Hospital--Installation of 4 nos PVC tanks with monoblock pump over the top of patient party shelter Building for new Dialysis unit within the campus of CNMC & Hospital Kolkata during the year 2025-26. Amount Rs. 3,45,014.00. Last date of application 08.06.2026 at 03:00 P.M. for CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB DIVISION-I, PWDte, Kolkata. TENDER ID : 2026_WBPWD_5014275. Corrigendum if any will be published in website only. Other details may be obtained from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., Central Kolkata Health Sub-Divison-I. ICA- T8410(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
eNIQ No. 02 of 2026-27 of Assistant Chief Engineer (Mechanical), R&BRI, P.W (Roads) Directorate. is being invited by the undersigned for Supply, installation/commissioning, trials & training (as applicable), of laboratory Instrument/Equipment/Apparatus, for the office of the Chief Engineer & Director, Road & Building Research Institute, P.W. (Roads) Directorate. Tender ID : 2025_WBPWD_5014263_1. Bid submission end date: 10.06.2026 at 11:00 Hrs. Sd/- Assistant Chief Engineer (Mechanical), Road and Building Research Institute, P.W. (Roads) Directorate. ICA- T8421(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Jhargram Sub-Division Notice invites e-tender no. 01(06)/JS of 2026-27 for the works: **1)** Roof treatment with APP of residential building type "K" at Jhargram Government Medical College and Hospital, Jhargram in the district of Jhargram during the year 2026-27. Estt. Amt.: Rs. 1,79,878/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014316_1. **2)** Half yearly maintenance of various non-residential buildings (Civil, S&P Works) at Jhargram District Court (Old Buildings) in the district of Jhargram during the year 2026-27. (Phase-1), Estt. Amt.: Rs. 1,96,982/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014316_2. **3)** Repair and renovation work of CSSD in labour room complex at Jhargram Government Medical College and Hospital, Jhargram under Jhargram Sub-Division, PWD in the district of Jhargram. Estt. Amt.: Rs. 2,67,890/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014316_3. **4)** Repair and maintenance work of doors and windows including fixing of mosquito/ fry proof nylon net on door and window at Jhargram District Magistrate Bungalow, Jhargram in the district of Jhargram in the year 2026-27. Estt. Amt.: Rs. 3,87,912/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014316_4. **5)** Half yearly maintenance to Jhargram NTS (Residential & Non-Residential part) of Jhargram Government Medical College and Hospital in the district of Jhargram. (Phase-1). Estt. Amt.: Rs. 2,00,088/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014316_5. **6)** Mending damages of potholes on different locations on Lodhasuli-Dahijuri-Kupannad Road in between chainage 27.00Kmp to 29.00Kmp under Jhargram Division, PWD in the district of Jhargram. Estt. Amt.: Rs. 4,84,527/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5014316_6. Bid Submission End Date is 30.05.2026 at 18.00 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Sushen Kumar Biswas, Assistant Engineer, PWD, Jhargram Sub-Division ICA- T8402(1)/2026

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার দপ্তর
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩-২২১০-

গাড়ির নিলাম বিক্রয়

নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ০৯.০৬.২০২৬

বন্ধকীকৃত (যানবাহন) সম্পদ বিক্রয়ের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক এবং জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, তারা উক্ত নোটিশে উল্লিখিত যানবাহন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, ব্যাংক কর্তৃক যানবাহনগুলি জব্দ করা হচ্ছে। **যানবাহনগুলি ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ই-নিলাম/বিডিং-এর মাধ্যমে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে।** যানবাহনগুলি **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যা আছে যেমন আছে''**, এবং **''যা আছে তাই''** বিক্রি করা হবে যাতে ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পাওনা আদায় করা যায়। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং জামানত জমা নিম্নরূপ দেওয়া হল-
ঋণগ্রহীতাদের আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা আপনার যানবাহনের দখল ফিরে পেতে উপরোক্ত তারিখের আগে মোট বকেয়া, অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং খরচ জমা দিন, অন্যথায় তা বিক্রি করে আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থ সমন্বয় করা হবে।

ক্রম. নং.	শাখা (যোগাযোগ নম্বর) / ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা / (২৬-০৩-২০২৫) তারিখের বকেয়া পরিমাণ	গাড়ির বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বিড ইনক্রিমেন্ট মূল্য	পার্কিং ইয়ার্ডের বিবরণ
১	**লিন্ডসে স্ট্রিট (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৯৮০৪২৯১৬৭৯)** / **ঋণগ্রহীতাঃ** সৈকত বেরা **ঠিকানাঃ** নতুন পল্লী পূর্ব পুটিয়ারি রিজেন্ট পার্ক, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৩ / **মোট পাওনা ১৩,৭২,৭২২/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদের হারে অপ্রয়োগযোগ্য সুদ,** অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় ১৩.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য	তৈরি - TATA MOTORS মডেল নাম - HARRIER ইঞ্জিন নং. - 46343885-4186697, চ্যাসিস নং. - MAT631131NWF58305 রেজি. নং. - WB 06X 2229	টাকা ৯,৮৩,০০০/- টাকা ৯৮,৩০০/- টাকা ৫,০০০/-	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে
২	**মুকুন্দপুর (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৯৭৪৮৮৭৬৩৪২)** / **ঋণগ্রহীতাঃ** সুব্রত মল্লিক **ঠিকানাঃ** ১২০ পূর্বলোক, পূর্ব যাদবপুর, মুকুন্দপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০০৯৯ **মোট পাওনা ১,০২,৯৮৭.০০/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদের হারে অপ্রয়োগযোগ্য সুদ,** অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় ০১.১১.২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য	তৈরি - BAJAJ AUTO LIMITED মডেল নাম - PULSAR N160 ইঞ্জিন নং. - PDXCPG97647 চ্যাসিস নং. - MD2B54DX3PCG45322 রেজি. নং. - WB 06Z 8555	টাকা ৭৪,৫০০/- টাকা ৭,৪৫০/- টাকা ৩,০০০/-	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে

যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৬-২০২৬ এবং ০৬-০৬-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্টক ইয়ার্ডে

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৬ ৫.০০ টা পর্যন্ত

শর্তাবলী

(i) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র **''অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া'' এর মাধ্যমে ''যেমন আছে যেখানে আছে''** ভিত্তিতে এবং **''যেমন আছে যা আছে''** ভিত্তিতে এবং **''যাহাই হউক না কেন'' ওয়েবসাইট ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb/** এর মাধ্যমে করা হবে।
(ii) নিলামের তারিখের অনেক আগে BAANKNET-এর অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে দরদাতাদের BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে দুই কার্যদিবস সময় নেয়। (নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি উপরের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)
(iii) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ০৯-০৬-২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে ০৫:০০ টা পর্যন্ত সম্পত্তির জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯-০৬-২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত। নিলাম সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের উপর শুরু হবে। সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
(iv) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ **https://baanknet.com/eauction-psb/** ঠিকানায় BAANKNET-এ রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।
(v) ইচ্ছুক দরদাতাকে খেয়াল রাখতে হবে যে নিলামের তারিখের কমপক্ষে একদিন আগে ইএমডি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে BAANKNET-এ রক্ষিত তার ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ প্রতিফলিত হচ্ছে।
(vi) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তি/সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না। দর জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্ট করা আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
(vii) উপরে তালিকাভুক্ত বিশদগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।
(viii) সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান অথবা পুনরুদ্ধার বিভাগের, জোনাল অফিস, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
(ix) সফল দরদাতার বকেয়া অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী দরপত্রের অর্থ জমার উপর কোনও সুদ প্রযোজ্য হবে না। বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত ইএমডি এবং চূড়ান্ত দরপত্রের মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ, বিক্রয়ের ১৫ দিন বা তার আগে সমন্বয় করার পরে, সফল দরদাতাকে চূড়ান্ত দরপত্রের মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা না দেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের উপর কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
(x) কারণ যাই হোক না কেন, সাইটে প্রবেশে কোনও বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি ব্যাংক/অনুমোদিত কর্মকর্তা/পরিষেবা প্রদানকারীর পূর্ব-নিলামের কোনও দায় থাকবে না।
(xi) ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত ই-নিলামের শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলির স্বীকৃতি জমা দিতে হবে। দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া দরপত্র বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতা চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য থাকবেন। দরদাতার পক্ষ থেকে এখানে উল্লেখিত ই-নিলামের কোনও শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে খেলাপি দরদাতার দ্বারা প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(xii) বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়ের পৃষ্ঠা পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত (১) https://baanknet.com/eauction-psb/ (২) www.bankofindia.co.in.
(xiii) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর (https://baanknet.com/eauction-psb/) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যার বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
(xiv) সমস্ত বিধিবদ্ধ পাওনা / অ-বিধিবদ্ধ পাওনা / প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক / অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ / সমস্ত ফি / মূল্যায়ন চার্জ / নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর, প্রযোজ্য টিডিএস ইত্যাদি সহ অন্যান্য পাওনা সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে।
(xv) খেলাপি দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের কোনও অংশের উপর তার দাবি থাকবে না।
(xvi) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক গ্রহণযোগ্য না হলে যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার অথবা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যদি কোন কারণ না দেখিয়ে এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার উপর বাধ্যতামূলক হবে।
(xvii) ইন্টারনেট বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কারিগরি কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করে এমন কোনও কারণ/আকস্মিকতার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(xviii) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্র সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের জন্য দরপত্র জমা দেওয়া/নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
(xix) ব্যর্থ দরদাতার ইএমডি তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া হবে যা BAANKNET-এ রক্ষিত থাকবে। দরদাতাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার জন্য BAANKNET-এর কাছে একটি অনুরোধ করতে হবে। দরদাতারা কোনও সুদ, খরচ, খরচ এবং অন্য কোনও চার্জ (যদি থাকে) দাবি করতে পারবেন না।
(xx) সফল দরদাতারা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টক ইয়ার্ড থেকে সমস্ত যানবাহন (গুলি) ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৩.০৫.২০২৬

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অফবিট

স্মার্টফোনের যুগেও অমলিন ‘বেণীমাধব’! কীভাবে জন্ম এই অবিচ্ছেদ্য ‘পঞ্জিকা’-র?

টি. সামন্ত

কাঠফাটা রোদ। পাড়ার মোড়ের বইয়ের দোকানে ভিড় জমিয়েছেন বয়স্ক থেকে মধ্যবয়সী মানুষজন। সবার হাতে একটি করে নতুন বই, যার মলাটটা গোলাপি বা লালচে, আর উপরে ছাপা এক সৌম্যদর্শন যুবকের ছবি। চৈত্র সংক্রান্তি বা পয়লা বৈশাখের দিন হালখাতার মিষ্টির প্যাকেটের পাশাপাশি বাঙালির ঘরে ঘরে নতুন পঞ্জিকা নিয়ে আসার এই দৃশ্য শতাব্দীপ্রাচীন। আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমাদের হাতের মুঠোয় স্মার্টফোন। গুগল ক্যালেন্ডার বা ডিজিটাল রিমাইন্ডার আমাদের জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব রাখে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিয়ের তারিখ ঠিক করা হোক, গৃহপ্রবেশের লগ্ন খোঁজা হোক, বা দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণ-বাঙালি আজও চোখ বন্ধ করে ভরসা করে সেই পুরনো পঞ্জিকার পাতার ওপর। পঞ্জিকা বা পাঁজি শুধু তো একটা ক্যালেন্ডার নয়, এটি আমাদের আবেগ, আমাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অভ্রান্ত রেখচিত্র। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, এই পঞ্জিকার জন্ম কীভাবে হলো? কবে থেকে বাঙালি এই পাঁজির উপর এত নির্ভরশীল হয়ে পড়ল? সম্প্রতি ‘টাইম এন্ড টাইড’ পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে নোয়াপাড়ার ব্রহ্মময়ী কালী মন্দির তথা কালীমঠের জগগুরু পরমাত্মানন্দজী মহারাজ বাংলার পঞ্জিকা-সংস্কৃতির এক অজানা ও বিস্ময়কর ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আজ আমরা ডুব দেব পঞ্জিকার গভীরে।

● দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে পঞ্চাঙ্গঃ সময় মাপার প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন

সাধারণ মানুষের মুখে যে শব্দটি ‘পাঁজি’ হিসেবে ব্যাপক পরিচিত, সেটি আদতে একটি অপভ্রংশ। মূল সংস্কৃত শব্দ ‘পঞ্চাঙ্গ’ থেকে এসেছে ‘পঞ্জিকা’ এবং কালক্রমে মানুষের মুখে মুখে তা ‘পাঁজি’-তে রূপান্তরিত হয়েছে। শব্দের মধ্যেই এর অর্থ নিহিত রয়েছে- ‘পঞ্চ অঙ্গ’ বিশিষ্ট একটি দিশানির্দেশক গ্রন্থ বা ব্যবস্থা। এই পাঁচটি অঙ্গ হলো-তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ এবং করণ। পরমাত্মানন্দজী মহারাজের মতে, এই মহাবিশ্বে সময়ের পরিমাপ অনন্ত হলেও, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে মানুষের জীবনের শুভ ও অশুভ সময়কে বিভক্ত করার যে প্রাচীন পদ্ধতি, তা-ই হলো পঞ্জিকা। এর প্রথম অঙ্গ ‘তিনি’ নির্ধারিত হয় চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। জোয়ার-ভাটা থেকে শুরু করে চন্দ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ- সবকিছুই এই তিথির অঙ্কে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। দ্বিতীয় অঙ্গ হলো ‘বার’, যা আজ আমাদের রোজনামচার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তৃতীয় হলো ‘নক্ষত্র’, তিথির পাশাপাশি কোন নক্ষত্রে মানুষের জন্ম বা মৃত্যু হচ্ছে, তা বিচার করা সনাতন ধর্মে অত্যন্ত জরুরি। চতুর্থ অঙ্গ ‘যোগ’ হলো চন্দ্র ও সূর্যের কৌণিক দূরত্বের হিসাব, যা জাতক-জাতিকার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কাজে লাগে। আর পঞ্চম অঙ্গ ‘করণ’ হলো একটি গোটা তিথির মধ্য থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত বা শুভ ভগ্নাংশটিকে খুঁজে বের করা। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে পঞ্জিকার এই জ্ঞানকে সংকলিত করার একটি প্রাথমিক প্রবণতা দেখা যায়। তবে সেই যুগে আজকের মতো ঘরে ঘরে জ্যোতিষী বা ছাপানো পাঁজি ছিল না। এই গ্রহ-নক্ষত্র চর্চা, গণনা এবং মানুষের প্রতিকার বিধানের কাজটি করতেন এক বিশেষ শ্রেণির ব্রাহ্মণ, যাদের বলা হতো ‘গ্রহ বিপ্র’ বা ‘দৈবজ্ঞ’। দেবনাথ বা আচার্য উপাধিধারী এই ব্রাহ্মণদের সমাজে প্রবল কদর ও চাহিদা ছিল। সে যুগে কারও সন্তান জন্ম নেওয়ার সময় আতুরঘরের বাইরে এই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা অপেক্ষা করতেন। ধাত্রীমাতার নির্দেশে বা শিশুর প্রথম ক্রন্দনের আওয়াজ শুনে তাঁরা নিখুঁত সময় লিপিবদ্ধ করতেন এবং তার ভিত্তিতেই তৈরি হতো ঠিকুজি বা কোষ্ঠী। রাজদরবারেও এই দৈবজ্ঞদের বিশেষ সম্মান ছিল, যাঁরা ‘রাজ্যজ্যোতিষী’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সনাতন ধর্মে কাল বা সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কালমাধবীয় গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সঠিক সময়ে একটি আহুতি দিলে যে পুণ্য লাভ হয়, অকালে লক্ষ আহুতি দিলেও তা নিস্ফল। এমনকি শিবরাত্রির পৌরাণিক গল্পেও দেখা যায়, এক ব্যাধ সম্পূর্ণ অজান্তে সঠিক তিথি ও ক্ষণে শিবলিঙ্গের উপর বেলপাতা ফেলায় যমদূতের বদলে স্বয়ং শিবদূতেরা তাকে উদ্ধার করতে এসেছিল। অর্থাৎ, সঠিক সময় নির্ণয়ের এই বিজ্ঞান ও দর্শনকে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রয়োগ করার জন্যই পঞ্জিকা বা পঞ্চাঙ্গের উদ্ভব হয়েছিল, যা আজও হিন্দু সমাজের আচার-বিচারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

● নবদ্বীপের মহারাজা থেকে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তঃ পঞ্জিকার বিবর্তন ও সংঘাত

সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দৈবজ্ঞদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও জ্যোতিষ ও গণনার এই লাভজনক পেশায় যুক্ত হতে শুরু করে। এর ফলে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাহিত প্রাচীন জ্ঞানে বিকৃতি দেখা দেয় এবং একেকজন গণনাকারী একেক রকম মত দিতে শুরু করেন। সমাজে বিভ্রান্তি যখন চরমে পৌঁছায়, তখন ত্রাতা হিসেবে অবতীর্ণ হন বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁর ডাকে নবদ্বীপের প্রথিতযশা পণ্ডিতেরা একত্রিত হন। পণ্ডিত দুর্গাচরণ মিত্র এবং রামচন্দ্র বিদ্যানিধির নেতৃত্বে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপতিত্বে বাংলার প্রথম সংহত রূপরেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ‘নবদ্বীপ’ পঞ্জিকা’। সে যুগে এটি হাতে লেখা হতো এবং একদল পণ্ডিত সারা বছর ধরে এর নকল তৈরি করতেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন কুলদেবতার সামনে এই পঞ্জিকা পাঠের মাধ্যমে নতুন বছরের সূচনা হতো। তবে পঞ্জিকার এই হস্তলিখিত যুগ শেষ হয় ব্রিটিশ আমলে। ১৮১৮ সালে প্রথম কলকাতায় পঞ্জিকা আসে, কিন্তু ১৮৬৯ সালে পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের নেতৃত্বে প্রথমবার ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে ‘গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা’। সামান্য অর্থের বিনিময়ে মুদ্রিত পঞ্জিকা বাজারে আসায় তা সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। কিন্তু পঞ্জিকার জগতেও এক নীরব ও প্রবল বিপ্লব ঘটে ১৮৯০ সালে, যখন মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে জন্ম নেয় ‘বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা’। এর নেপথ্যে ছিল এক গভীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা। প্রাচীন পঞ্জিকাগুলি দেড় হাজার বছর আগের ‘সূর্য সিদ্ধান্ত’ মেনে চলত। কিন্তু মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নিয়ত পরিবর্তনশীল। হাজার বছর আগের গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে বর্তমানের হিসাব মেলালে তিথি বা ক্ষণ নিখুঁত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই ত্রুটি দূর করতেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা তৈরি হয়। উড়িষ্যার পথানী পণ্ডিত থেকে শুরু করে তারকেশ্বর মঠের মহন্ত এবং স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এমনকি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তথা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, যিনি নিজে একজন প্রথিতযশা জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং স্থপতি ছিলেন, তিনিও এই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পক্ষেই জোরালো সওয়াল করেছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারত সরকারও এই গণনাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। তাসত্ত্বেও, সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজের এক বড় অংশ আজও প্রাচীন পঞ্জিকাকেই আঁকড়ে ধরে আছে, যার ফলে দুর্গাপূজা বা কালীপূজার মতো বড় উৎসবগুলিতে প্রায়শই দুই পঞ্জিকার মধ্যে তিথির পার্থক্য ও বিভ্রান্তি দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, হিন্দু ধর্মের এই পঞ্জিকাতে মুসলিম শাসকদেরও গভীর প্রভাব রয়েছে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে রাজস্ব ও কর আদায়ের সুবিধার্থে সৌর সন এবং হিজরি সন পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, কারণ কৃষকদের ফসল ওঠার সময়ের সঙ্গে কর আদায়ের একটি বাস্তব সামঞ্জস্য রাখা শাসকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।

● বিজ্ঞাপনের দর্পণ, বেণীমাধবের ছবি এবং ১৪৩৩ সনের অশনি সংকেত

মুদ্রিত হওয়ার পর পঞ্জিকা কেবল তিথি-নক্ষত্রের হিসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি হয়ে উঠেছিল সমকালীন বাঙালি সমাজ, অর্থনীতি এবং বিনোদনের এক জীবন্ত দর্পণ। ফুল পঞ্জিকা, হাফ পঞ্জিকা, ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা বা সচিত্র পঞ্জিকার মতো এর নানা রূপ ছিল। বিশেষ করে ‘ফুল পঞ্জিকা’ ছিল সে যুগের গুগল বা ইন্টারনেট। কবে কোন ফসলের বীজ বুনতে হবে, বৃহ লাল মূলোর চাষ কীভাবে হবে, এমনকি পর্যটনের স্থান, তীর্থস্থানের ভৈরবদের নাম, ব্রতকথা থেকে শুরু করে টেলিফোনের ট্রাঙ্ককল কোড- সবকিছুই মুদ্রিত থাকত পঞ্জিকার হলুদ পাতায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গুপ্তপ্রেস যখন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হতো, তখন এর ছাপার বিশাল খরচ উঠত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। ‘সঞ্জীবনী সুধা’-র মতো অদ্ভুত সব ওষুধের বিজ্ঞাপন, যা খেয়ে মানুষ যৌবন ধরে রাখার স্বপ্ন দেখত, তা পঞ্জিকার একটি বড় ও মুখরোচক আকর্ষণ ছিল। এরই মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গল্পটি লুকিয়ে আছে ‘বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা’-র প্রচ্ছদে। অনেকেই মনে করেন প্রচ্ছদের ওই সৌম্যদর্শন যুবকই বোধহয় নিজে পঞ্জিকা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আসল গল্পটা হলো তিন পুরুষের। বেণীমাধব শীলের পিতা পূর্ণচন্দ্র শীল এবং পুত্র দ্বারিকানাথ শীল টাকশালের চাকরি থেকে জমানো টাকা দিয়ে প্রথম পঞ্জিকার ব্যবসা শুরু করেন। প্রচ্ছদে কার ছবি যাবে, এই নিয়ে তর্ক উঠলে দাদু পূর্ণচন্দ্র তাঁর ছেলে বেণীমাধবের ২১ বছর বয়সের একটি ছবি এনে নাতি দ্বারিকানাথকে ছাপতে বাধ্য করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত, বংশপরম্পরায় ওই ২১ বছরের যুবকের ছবিটিই বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকার ট্রেডমার্ক হয়ে রয়ে গেছে। তবে পঞ্জিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দিকটি হলো নতুন বছরের দেশ ও দশের ভবিষ্যদ্বাণী। আসন্ন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (যা ইংরেজি ২০২৬-২৭ সালের সাথে সম্পর্কিত), পঞ্জিকার পরিভাষায় এই বছরের নাম দেওয়া হয়েছে ‘রুদ্র’। প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী, এই রুদ্র বর্ষের জন্য যে অশনি সংকেত বা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এই বছর গ্রহসভার রাজা হলেন রবি (সূর্য) এবং মন্ত্রী হলেন বুধ। শাস্ত্র বলছে, রবি রাজা পৃথিবী শোষমায়াতি রোগ দুর্ভিক্ষ সংকুল অর্থাৎ, রাজা রবি হওয়ার ফলে পৃথিবীতে প্রচণ্ড খরা বা শোষণ দেখা দেবে, রোগ ও দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের প্রাণহানি হতে পারে এবং যুদ্ধ বা হানাহানির সম্ভাবনা প্রবল থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে অস্থিরতা বাড়বে। অন্যদিকে, মন্ত্রী বুধ হওয়ার ফলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হবে না এবং শস্যের ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, যা সাধারণ মানুষের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই বছরের জলাধিপতি হলেন শনি, যার প্রভাবে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। আর শস্যাধিপতি মঙ্গল হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে চরম ক্ষতি এবং ধার্মিক বা সাধারণ মানুষের ওপর উপদ্রব বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। নাস্তিক হোক বা আস্তিক, বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই অভ্রান্ত রেখচিত্রটি আজও আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই আধুনিকতার চরম শিখরে পৌঁছেও, বিয়ের তারিখ ঠিক করা থেকে শুরু করে নতুন বছরের শুভ-অশুভ বিচার- সবকিছুতেই পঞ্জিকার পাতা উল্টানোর এই ট্র্যাডিশন হয়তো কোনোদিনই শেষ হওয়ার নয়।

ভারত মণ্ডপমে ষষ্ঠ ইনোমেট্রোতে মেট্রো রেলের অংশগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ মেট্রো রেল ২১ থেকে ২২শে মে, ২০২৬ পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ষষ্ঠ ইনোমেট্রোতে ধরেছে। দর্শকদের সামনে কলকাতা মেট্রোর সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরতে মেট্রোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই

অংশগ্রহণ করেছে। ইনোমেট্রো ছিল মেট্রো, রেল, আরআরটিএস, এইচএসআর এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্পর্কিত পণ্য, পরিষেবা এবং ধারণা উপস্থাপনের জন্য এশিয়ার অন্যতম প্রধান প্রদর্শনী ও সম্মেলন। এই বছরের প্রদর্শনীর মূল বিষয় ছিল ‘বিকশিত ভারতের জন্য এআই-সক্ষম টেকসই নগর গতিশীলতা’। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে কলকাতা মেট্রো রেল নগর পরিবহনে তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং অগ্রণী যাত্রার কথা তুলে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে, মেট্রোর গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বিইএসএস), লিনিয়ার ইন্ডাকশন মোটর প্রযুক্তি, দেশীয় কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরতে মেট্রো স্টলটি নিপুণভাবে সাজানো হয়েছিল। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস মিশ্র ২১.০৫.২০২৬ তারিখে মেট্রো স্টলটি পরিদর্শন করেন এবং আয়োজন পর্যালোচনা করেন।

জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউট বৈশ্বিক শিক্ষার পথ উন্মোচনে ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মেঃ বিশ্বব্যাপী শিক্ষাগত সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, কলকাতার জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউট ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের সঙ্গে একটি কৌশলগত একাডেমিক সহযোগিতা স্থাপন করেছে। ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন যুক্তরাজ্যের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, যা তার কর্মজীবন-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম এবং শিল্প-জগত বা ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য সুপরিচিত। এই সহযোগিতা জেডিবিআই-এর শিক্ষার্থীদের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান দিক হলো ৩১ এবং ৪১ শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার আওতায়, জেডিবিআই থেকে তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি বা চার বছরের অনার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীরা, যদি ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের নির্ধারিত ভর্তি-মানদণ্ড পূরণ করে, তবে সেখানে এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে তারা তুলনামূলক কম সময়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-উভয় ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে এবং দ্রুত পেশাজীবনে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এর ফলে তারা অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে একইসাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন এবং পেশাজগতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রবেশ করতে পারবেন। এই সহযোগিতার একটি বড় সুবিধা হলো, এই প্রক্রিয়ায় অগ্রসরমান যোগ্য জেডিবিআই শিক্ষার্থীরা ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে টিউশন ফিতে উল্লেখযোগ্য ছাড় বা রেয়াত পাবেন যা বিদেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণকে আর্থিকভাবে অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তুলবে। স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নামমাত্র অতিরিক্ত ফি প্রদানের মাধ্যমে একটি ‘প্লেসমেন্ট ইয়ার’ বা কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনের বছর বেছে নেওয়ার সুযোগও পাবেন। এর মাধ্যমে তারা যুক্তরাজ্যে এক বছরের শিল্প-জগত বা ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন-যা অনেক ক্ষেত্রেই বেতনভুক্ত পদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পাশাপাশি, তারা আন্তর্জাতিক পেশাগত যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন এবং যুক্তরাজ্যের ভিসা ও অভিবাসন নির্দেশিকা সাপেক্ষে, পড়াশোনা-পরবর্তী কাজের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী পেশাগত সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করতে পারবেন। এই সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যতের চাহিদাকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর শিক্ষার পথও উন্মুক্ত করে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশল, ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল বিপণন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থসংস্থান, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল রূপান্তর-যা বর্তমান বৈশ্বিক শিল্পজগতের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদাকেই প্রতিফলিত করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে-যখন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মতো দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও ভিসা প্রক্রিয়া ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠছে-ঠিক সেই সময়ে এই সহযোগিতা জেডিবিআই-এর যোগ্য শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও সহায়ক পথ প্রদান করছে। ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের এক্সিকিউটিভ ডিন অধ্যাপক ড্যানাই মানিকা এক বিবৃতিতে এই সহযোগিতার বিষয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘‘ব্রুনেল বিজনেস স্কুলের এক্সিকিউটিভ ডিন হিসেবে, জেডি বিড়লা ইনস্টিটিউটের সাথে এই অংশীদারিত্বকে সমর্থন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আন্তর্জাতিক এমএসসি ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি বৈশ্বিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে এবং একটি গতিশীল ও প্রযুক্তি-চালিত বিশ্বে শিক্ষার্থীদের সফলভাবে এগিয়ে যাওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই যে যৌথ অঙ্গীকার রয়েছে-তারই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।’’ তিনি ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশীলন-ভিত্তিক শিক্ষা, শিল্প-খাতের সম্পৃক্ততা, উদ্ভাবন এবং প্রভাব সৃষ্টির ওপর প্রদত্ত গুরুত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ‘‘এই বিশ্ববিদ্যালয় জে.ডি. বিড়লা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের লন্ডনে স্বাগত জানাতে এবং বিশ্বমঞ্চে তাদের পেশাগত অগ্রযাত্রায় সহায়তা করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।’’ এই সহযোগিতার সুফল জে.ডি. বিড়লা ইনস্টিটিউটের সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীর কাছেও পৌঁছে যাবে এর মধ্য দিয়ে আজীবন বৈশ্বিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং পেশাগত উন্নতির পথ প্রশস্ত করার বিষয়ে ইনস্টিটিউটের অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হবে। এই সহযোগিতা প্রসঙ্গে জে.ডি. বিড়লা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই সহযোগিতা আন্তর্জাতিক পেশাগত অগ্রযাত্রার একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে, ক্রমশ পারস্পরিক নির্ভরশীল হয়ে ওঠা এই বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক শিক্ষাঙ্গনের অভিজ্ঞতা এবং শিল্প-খাতের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে।’’

অবশেষে মিলল মুক্তি, অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন উমর খলিদ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ অবশেষে জামিন পেলেন উমর খলিদ। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা উমর খলিদকে আজ, শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট তিন দিনের অন্তর্বর্তী জামিন দিল। উমর খলিদের মায়ের অস্ত্রোপচারের জন্য এই অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালে রাজধানীতে যখন সিএএ ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলন চলছিল, সেই সময়ে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দাঙ্গা হয় এবং ৫৩ জনের মৃত্যু হয়। দিল্লি দাঙ্গার পরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন বা ইউএপিএ মামলায় গ্রেফতার হন উমর খলিদ। অভিযোগ ছিল, এই দাঙ্গার সঙ্গে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের যোগ ছিল এবং এটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ। ওই মামলায় মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে উমর খলিদকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর থেকে তিনি জেলেই রয়েছেন। কয়েকবার প্যারোলে জেলের বাইরে এলেও, বারংবার বিভিন্ন আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। তবে এবার মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে উমরকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হল তিনদিনের জন্য। জানা গিয়েছে, আগামী ১ জুন থেকে ৩ জুন অন্তর্বর্তী জামিনে জেল থেকে বেরতে পারবেন উমর। দিল্লি হাইকোর্টে ২২ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন জেএনইউ-র ছাত্রনেতা। তার আগে ট্রায়াল কোর্টেও তিনি কাকার শোকসভায় সামিল হওয়া এবং মায়ের অস্ত্রোপচারের জন্য জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু গত ১৯ মে ট্রায়াল কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দেয় এই মর্মে যে উমরের দর্শানো কারণগুলি অন্তর্বর্তী জামিনের জন্য যথেষ্ট নয়। এর আগে, ট্রায়াল কোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার ঠিক আগের দিনই সুপ্রিম কোর্টে উমর-শার্জিলের জামিন না পাওয়া নিয়ে সমালোচনা করা হয় নিজেদের রায়েরই।

জাতীয় সড়কে সিসিটিভি লাগিয়ে সেনার গতিবিধি জানাচ্ছিল পাকিস্তানে, গ্রেফতার ১

সংবাদ সংস্থা, অমৃতসর, ২২ মেঃ জাতীয় সড়কের উপরে লাগানো সিসিটিভি, কিন্তু তা সরকারের নয়। বরং এক ব্যক্তি নিজেই লাগিয়েছিলেন। আর সেই সিসিটিভি ফুটেজ পাঠাতেন পাকিস্তানে। গুপ্তচরবৃত্তির পর্দাফাঁস করল পুলিশ। পঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে। পুলিশের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাঠানকোট-জম্মু রাস্তায় সিসিটিভি লাগিয়েছিলেন। সেই ফুটেজ সংগ্রহ করে তিনি পাঠাতেন পাকিস্তানে। ভারতীয় সেনা ও প্যারামিলিটারির গতিবিধির ভিডিয়ো পাঠানো হত পাক হ্যান্ডলারদের কাছে। ধৃত ব্যক্তির নাম বলজিৎ সিং ওরফে বিট্টু। পাঠানকোটের চক দারিওয়াল গ্রামের বাসিন্দা তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সিসিটিভির সার্ভেল্যান্স ফিড বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাকিস্তান ও বিদেশে পাঠানো হত। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলজিৎ স্বীকার করে নিয়েছেন যে গত জানুয়ারি মাসে সুজানপুরে হাইওয়ের কাছে একটি দোকানে তিনি ইন্টারনেট ভিত্তিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসান। এই কাজ করার জন্য তাঁকে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল।

দুবাই থেকে অচেনা এক ব্যক্তি তাঁকে নানা নির্দেশ দিত বলেও জানা গিয়েছে। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা, ইন্টারনেট ওয়াইফাই রাউটার উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির পাশাপাশি আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনের নামে অপরাধমূলক এবং দেশ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কেস দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির নেপথ্যে কোন নেটওয়ার্ক কাজ করছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত মাসেও পঞ্জাব পুলিশ দুটি গুপ্তচর মডিউলের হদিশ পায়। পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স এর নেপথ্যে ছিল। তারা চিনের তৈরি হাই টেক সোলার পাওয়ারড সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছিল। মিলিটারির গতিবিধির লাইভ ফিড সরাসরি পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের পাঠাচ্ছিল। জলন্ধর থেকে এক অপারেটিভকে গ্রেফতার করে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স উইং। এরপরে কাপুরথালা পুলিশও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযানে আরেকটি মডিউলের হদিস মেলে। দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় যা পাকিস্তানি হ্যান্ডলারের।

আরশোলার পর এবার ‘পরজীবী’দের এন্ট্রি! কী এই ‘ন্যাশনাল প্যারাসাইটিক ফ্রন্ট’

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতের ডিজিটাল রাজনৈতিক ময়দানে এবার শুরু হল এক নজিরবিহীন মহাযুদ্ধ! মাত্র কয়েক দিন আগে নেটপাড়ায় জন্ম নেওয়া ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ যখন ইনস্টাগ্রামে খোদ মোদি-শাহের বিজেপি-কে ফলোয়ার সংখ্যার নিরিখে গোল দিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ছে, ঠিক তখনই আরশোলার দাপট থামাতে সোশ্যাল মিডিয়ার অলিন্দে আত্মপ্রকাশ করল আরও এক মারাত্মক ব্যঙ্গাত্মক বা স্যাটিরিক্যাল ফ্রন্ট - ‘ন্যাশনাল প্যারাসাইটিক ফ্রন্ট’ বা এনপিএফ। এই মুহূর্তে ভারতীয় নেটিজেনদের দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়েছে এই নতুন দলের পোস্টার। ভারতের যুবসমাজ এই দুই কাল্পনিক বা প্যারোডি দলকে নিয়ে এমনভাবে চর্চায় মেতেছে, যা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে দেশে বুঝি নতুন কোনও লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে! ভারতের এই অদ্ভুত ‘ডিজিটাল পলিটিক্যাল থিয়েটার’ বা মিম-রাজনীতির উপত্তি কিন্তু এক গভীর ক্ষোভ এবং সামাজিক প্রতিবাদ থেকে। গত ১৫ মে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি শুনানির সময় করা বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই ঝড়ের সূত্রপাত। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে ভুয়ো আইন ডিগ্রির এক মামলার শুনানির সময় তিনি দেশের কিছু কর্মহীন যুবকদের একাংশকে ‘আরশোলা’ এবং ‘পরজীবী’-র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে শীর্ষ আদালতের তরফে স্পষ্ট করা হয় যে, প্রধান বিচারপতির ওই মন্তব্য স্রেফ জালিয়াতি চক্রের চাঁইদের উদ্দেশ্যে ছিল, সাধারণ যুবকদের জন্য নয়। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। প্রধান বিচারপতির সেই তির্যক অপমানকেই ‘অস্ত্র’ বানিয়ে ময়দানে

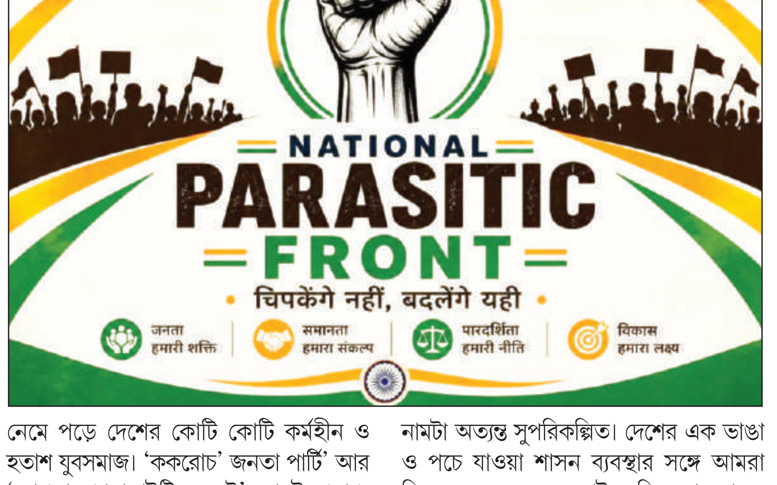

নেমে পড়ে দেশের কোটি কোটি কর্মহীন ও হতাশ যুবসমাজ। ‘ককরোচ’ জনতা পার্টি’ আর ‘ন্যাশনা প্যারাসাইটিক ফ্রন্ট’ তারই প্রমাণ। সহজ কথায়, এনপিএফ কোনও সরকার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নয়, এটি সম্পূর্ণ মিম এবং প্যারোডির ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ডিজিটাল যুব আন্দোলন। তবে এদের থিমটি অত্যন্ত চতুর। এরা নিজেদের সাধারণ বা ট্র্যাডিশনাল রাজনীতির বিরোধী তো বটেই, একই সঙ্গে এরা নিজেদের ঘোষণা করেছে ভাইরাল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র প্রধান ও অফিশিয়াল বিরোধী দল হিসেবে! দলের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আমাদের এই পরজীবী বা প্যারাসাইট নামটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। দেশের এক ভাঙা ও পচে যাওয়া শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা নিজেদের যুক্ত করতে চাই - কিন্তু তা কোনও ফায়দা বা রক্ত চোষার জন্য নয়, বরং এই পচা সিস্টেমটাকে ভেতর থেকে উপড়ে ফেলে আমূল বদলে দেওয়ার জন্য। দুই দলই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির একই মন্তব্য থেকে তৈরি হলেও, এদের কাজের মেজাজে সামান্য তফাত রয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি মূলত একটু ‘বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক পপুলিজম’ বা আমজনতার সরল মেজাজে বিশ্বাসী। তারা সরাসরি দেশের বেহাল বেকারত্ব ও পরীক্ষা কেলেঙ্কারী নিয়ে রাজনৈতিক এলিটদের দিকে আঙুল তুলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র বা কীর্তি আজাদের মতো হেভিওয়েট নেতারাও সরাসরি আরশোলা পার্টির পোস্টে কমেন্ট করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি যমুনার নোংরা ঘাট পরিষ্কার করতে আরশোলার পোশাক পরে নেমে পড়েছেন সিজেপি-র কর্মীরা! অন্যদিকে, ন্যাশনাল প্যারাসাইটিক ফ্রন্ট বা এনপিএফ অনেক বেশি থিয়েট্রিক্যাল বা নাট্যরূপ ধারণ করেছে। তারা সরাসরি সিজেপি-র ‘ভোট ব্যাঙ্ক’-এ থাবা বসাতে এক কাল্পনিক বিপ্লবী ভাষা ব্যবহার করছে। তাদের মূল লক্ষ্য হল, ভারতীয় রাজনীতিতে শাসন বা সরকারের নামে যে ‘নাটক’ চলে, তাকেই ব্যঙ্গের চরম সীমায় নিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের চোখের ঠুলিটা খুলে দেওয়া। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ভারতে এই ধরণের ডিজিটাল প্যারোডি আন্দোলনের বিপুল সাফল্য প্রমাণ করছে যে, দেশের বর্তমান কর্মসংস্থান, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা নিয়ে শিক্ষিত যুবসমাজের মনের ভেতরের ক্ষোভ কতটা তীব্র। সরাসরি আন্দোলনের রাস্তায় না গিয়ে মিম কালচার বা কমিকসকে ঢাল বানিয়ে তরুণেরা আসলে দেশের শীর্ষ নেতা ও বিচারব্যবস্থার অহংকারকে এক বিরাট ধাক্কা দিচ্ছে। এই আরশোলা আর পরজীবীর লড়াই ইভিএম পর্যন্ত পৌঁছক বা না পৌঁছক, নেটদুনিয়ার ‘সিংহাসন’ যে তারা ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

CHANGE OF NAME

I, Rupa Mondal allies Rupa Sarkar (Mondal), W/o Gobinda Sarkar, D/o Lt Panchu Gopal Mondal residing at Vill Jhikra, P.O. Dighalgram, P.S. Haringhata, Dist Nadia do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Rupa Sarkar in all purpose vide affidavit No. 46 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Kalyani on 13/5/2026. Rupa Mondal, Rupa Sarkar Mondal and Rupa Sarkar both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি যমুনা ঘোষ, W/o বুদ্ধদেব ঘোষ গ্রাম+পোঃ- নাহিনা, থানা- বোলপুর, জেলা-বীরভূম-এর বাসিন্দা। আমার আসল নাম যমুনা ঘোষ যা আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার নাম যমুনা ঘোষ পুরকাইত যা আমার ইউনিয়ন ব্যাংক-এর বই-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২০.০৫.২০২৬ তারিখ বোলপুর কোর্টের এফিডেফিট বলে ঘোষণা করছি যমুনা ঘোষ ও যমুনা ঘোষ পুরকাইত এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

কান্দিতে প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়িতে ইডি-র হানা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ মে ঃ রাজ্যকে দুর্নীতিমুক্ত করতে প্রথম থেকেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একের পর এক দুর্নীতিবাজ নেতা-মন্ত্রী গ্রেপ্তারের পাশাপাশি শুরু হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত। তারই জেরে এবার মুর্শিদাবাদের কান্দিতে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়িতে হানা দিল ইডি। শুক্রবার সকালেই কান্দি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের জেমো বিশ্বাস পাড়ায় অবস্থিত বাড়িটিকে ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই বাড়িতে থাকতেন শান্তনু সিনহা রায়ের বোন গৌরী সিনহা বিশ্বাস। তিনি তৃণমূল পরিচালিত কান্দি পুরসভার কাউন্সিলর। স্থানীয়দের দাবি, গত এক সপ্তাহ ধরেই বাড়িটিতে তালা ঝুলছিল। শুক্রবার সাতসকালে ইডির একটি দল এসে সেখানে পৌঁছায়। বাড়ি বন্ধ দেখে কিছুক্ষণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর তদন্তকারী অফিসাররা তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। শুরু হয় ম্যারাথন তল্লাশি। গোটা এলাকা ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। যদিও দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর বাড়ি থেকে কী নথি উদ্ধার হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানানো হয়নি ইডি-র তরফ থেকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ৮ থেকে ১০ জনের একটি তদন্তকারী দল বাড়ির বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালায়। সেইসময় এলাকাবাসীকে বাড়ির আশপাশে ভিড় করতে দেওয়া হয়নি। এই বাড়িটি নিয়ে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ। এক সময় ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকা বাড়িটি গত পাঁচ বছরে আমূল বদলে গিয়েছে। ভাঙা বাড়ি এখন রীতিমতো রাজপ্রাসাদ। ভেতরে রয়েছে ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে, বেলজিয়াম কাঁচের বহুমূল্য ঝাড়বাতি ও দামি দামি আসবাবপত্র । স্থানীয়দের মতে, মাঝেমধ্যে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এখানে এসে থাকতেন। তবে শুধুমাত্র শান্তনু সিনহা বিশ্বাসই নয়, এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে তার বোনের বিরুদ্ধেও। অভিযোগ, কাউন্সিলর হিসেবে শান্তনুর বোন গৌরী সিনহা বিশ্বাস, বিভিন্ন থানার অফিসারদের কাছ থেকে বিপুল টাকা নিয়ে দাদাকে ব্যবহার করে পছন্দসই জায়গায় তাঁদের পোস্টিং করাতেন। সেই সঙ্গে পুরসভার একাধিক অনৈতিক কাজে নাম জড়িয়েছিল তার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুর্নীতি মামলায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কলকাতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁর নামে প্রচুর বেআইনি সম্পত্তির হদিস পেয়েছে ইডি-র তদন্তকারী অফিসাররা । দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে কলকাতা পুলিশ তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন কমিশনার অজয় নন্দ।

শিয়ালদহ বিভাগের অনন্য উদ্যোগঃ 'বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬'-এর মাধ্যমে এনএফআর-এর প্রবৃদ্ধি

কলকাতা, ২২ মে ঃ ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব (NFR) বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে

একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ শিয়ালদহের 'মন্থন অডিটোরিয়াম'-এ 'বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬' শীর্ষক একটি গতিশীল ও মতবিনিময়মূলক সেশনের আয়োজন করে। প্রথাগত কর্পোরেট পরিকল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে, এই বিশাল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রেলওয়ের জনপরিসরগুলোকে আধুনিক উদ্ভাবন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা। শিয়ালদহ বিভাগের বরিষ্ঠ বিভাগীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক (Sr. DCM) সুনীল কুমার মহালার উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা এবং চিন্তাবিদদের সমাগম ঘটে। কেবল প্রথাগত বিজ্ঞাপন মডেলের ওপর নির্ভর না করে, এই আয়োজনটি গতানুগতিকতার বাইরের অভিনব ধারণা এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। সেশন চলাকালীন, শিল্প বিশেষজ্ঞরা রেলওয়ের বিশাল নেটওয়ার্ক এবং বিপুল সংখ্যক যাত্রীর আনাগোনাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে তাঁদের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়ভাবে তুলে ধরেন। আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল পারস্পরিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, শক্তিশালী রাজস্ব প্রবাহ তৈরি এবং একই সাথে পরিষেবার আধুনিকায়নের মাধ্যমে যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মান উন্নত করা। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময়, শিয়ালদহ বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক (DRM) রাজীব সাক্সেনা একটি 'জনগোষ্ঠী-কেন্দ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'রেল স্টেশনগুলো মূলতঃ এই সমাজেরই সম্পদ আর প্রকৃত উদ্ভাবন তখনই ঘটে, যখন শহরের সেরা মেধাবী মনগুলো এর ভবিষ্যত বিনির্মাণে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে।' এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন গতি সঞ্চার করে, পূর্ব রেলের প্রধান মুখ্য বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক ড. উদয় শঙ্কর ঝা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মন্তব্য করেন, ''এই কনক্লেভ সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সমন্বয়ের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। পূর্ব রেলের বিশাল ব্যাপ্তির সাথে আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের উদ্যোক্তাসুলভ উদ্দীপনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে, আমরা এমন সব টেকসই রাজস্ব মডেল তৈরি করতে পারি, যা সরাসরি আমাদের যাত্রীদেরই উপকৃত করবে।''

পূর্ব রেলের এজিএম কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনের ৩০-মিনিটের পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে রেলের ট্র্যাকে এক বড়সড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্ব রেল আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ব্যাপক স্বচ্ছতা সচেতনতা প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেছে, যা ১৬ মে থেকে ৩০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। এই মিশনটিকে এক অভূতপূর্ব স্তরে নিয়ে যেতে রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশন এবং রেললাইন যাতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তা নিশ্চিত করতে একটি নিবিড় ৩০-মিনিটের পরিচ্ছন্নতা চ্যালেঞ্জ-এর সূচনা করেছে। মাঠপর্যায়ে এই প্রচার অভিযানটি যাতে নিখুঁতভাবে কাজ করে, তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (AGM) শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং শিয়ালদহ ডিভিশন জুড়ে একটি ব্যাপক, উচ্চ-পর্যায়ের পরিদর্শন পরিচালনা করেন। এজিএম-এর সাথে অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (জেনারেল), শিয়ালদহের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (অপারেশনস) এবং সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকীপিং ম্যানেজমেন্ট)। পরিদর্শনটি শুরু হয় জনাকীর্ণ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে, যেখানে বর্তমান পরিচ্ছন্নতার মান মূল্যায়ন করা হয় এবং এরপর লাইনের অন্যান্য অংশের দিকে নজর দেওয়া হয়। রেললাইনের পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে, পরিদর্শক দলটি একটি উইন্ডো ট্রেইলিং অধিবেশন পরিচালনা করে-যার মাধ্যমে একটি চলন্ত ট্রেনের পিছন থেকে শিয়ালদহ থেকে পার্ক সার্কাস স্টেশন পর্যন্ত রেললাইনের পরিচ্ছন্নতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর পার্ক সার্কাস স্টেশনের মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। দলটি ডিভিশনের আরও ভেতরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে এই প্রচার

অভিযানটি সত্যিই প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করে। বালিগঞ্জ, ব্রেস ব্রিজ, সন্তোষপুর এবং নুঙ্গি স্টেশনের মধ্য দিয়ে উৎসাহী তরুণ স্কাউট এবং গাইডদের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য 'স্বচ্ছতা র‍্যালি' আয়োজিত হয়, যা দৈনিক যাত্রীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়। এই পরিদর্শনের সমাপ্তি ঘটে বজবজ স্টেশনে, যেখানে এজিএম এবং তাঁর দল একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ, বহুমুখী মূল্যায়নের সময় কোনো খামতি রাখেননি। যাত্রীদের পরম স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এই নিবি। পরীক্ষাটির আওতায় স্টেশনের অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধা যেমন সার্কুলেটিং এরিয়া, পার্কিং লট এবং পে-অ্যান্ড- ইউজ শৌচাগারগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। দলটি খাবারের স্টল এবং 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টলগুলিও গভীরভাবে পরিদর্শন করে এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে খাবার পরিবেশন ও পরিচ্ছন্ন বিপণন স্থলের ওপর জোর দিতে স্থানীয় বিক্রেতাদের সাথে সরাসরি কথা বলে। অন্তর্ভুক্তি এবং আধুনিক পরিকাঠামোকে অগ্রাধিকার দিয়ে, প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য মসৃণ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে 'দিব্যাঙ্গজন' বান্ধব শৌচাগারগুলির ওপর বিশেষ নজরদারি চালানো হয়, যার পাশাপাশি হাই-টেক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কেবিনেরও একটি বিস্তারিত পরিদর্শন করা হয়। এরপর পুরো অংশের রেললাইনের পরিচ্ছন্নতা যাচাই করতে বজবজ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ফিরতি যাত্রায় পুনরায় একটি উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শনের মাধ্যমে দলটি দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত করে। পূর্ব রেলের এজিএম শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং বলেন, স্বচ্ছতা আমাদের কাছে কেবল একটি সাধারণ কার্যপ্রণালী নয় এটি আমাদের যাত্রীদের প্রতি একটি অঙ্গীকার। '৩০-মিনিটের পরিচ্ছন্নতা চ্যালেঞ্জ'-টি আমাদের স্টেশনগুলিতে দ্রুত, দৃশ্যমান এবং টেকসই পরিবর্তন আনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের কর্মী, বিক্রেতা এবং তরুণ স্কাউটদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখা প্রমাণ করে যে, আমরা সফলভাবে একটি যৌথ দায়িত্বশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। পূর্ব রেল সমস্ত যাত্রীদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করার এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সৌন্দর্য বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, এই অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে আমরা কেবল স্টেশনগুলি পরিষ্কার করছি না, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভ্রমণকে একটি স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে আমরা সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করছি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কৃষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহিষাদল, ২২ মে ঃ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তীব্র গরম। এই গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। রেহাই পায়নি গাছপালা ও চাষের ফসল। তীব্র গরমে চাষের ফসলকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। আর সেই চেষ্টাতেই এক কৃষকের প্রাণ গেল মহিষাদল। তীব্র গরমের হাত থেকে পান চাষকে বাঁচিয়ে রাখতে পানের বরোজে জলসেচ করতে গিয়ে ওই কৃষক প্রাণ গিয়েছে। জানা যায়, বিদ্যুৎ চালিত পাম্প দিয়ে পানের বরোজে জল দিচ্ছিলেন তিনি। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। মারা গেলেন ওই কৃষক। টুলু পাম্প দিয়ে পান বরোজে জল দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠে মারা গেলেন এই কৃষক। ঘটনাটি ঘটেছে মহিষাদল থানার অন্তর্গত বাড় অমৃতবেড়িয়া গ্রামে সামন্ত পল্লীতে। মধ্যবয়সী মৃত ব্যক্তির নাম শশাঙ্ক সামন্ত। বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৮ বছর। এদিন সকালে শশাঙ্ক সামন্ত তাঁর স্ত্রী দু'জনে মিলে পান বরোজে টুলু পাম্প নিয়ে জল দিতে গিয়েছিলেন।

শিবপুর-কাণ্ডেগ্রেফতার শামীম আহমেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২২ মে ঃ শিবপুর-কাণ্ডে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী শামীম আহমেদ ওরফে 'বড়ে'কে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। গ্রেফতার তার দুই সঙ্গীও। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হচ্ছে হাওড়ায়। শিবপুরের চড়াবস্তি এলাকায় ভোট-পরবর্তী হিংসা, বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শামীম আহমেদ ওরফে 'বড়ে'কে অবশেষে বৃহস্পতিবার মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করেছে। দেওনার একতা এসআরএ বিল্ডিংয়ের একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে ও তাঁর আরও দুই সঙ্গীকে পাকড়াও করা হয় বলে জানা গেছে। এর আগে গত ৭ মে শিবপুরের চড়াবস্তি এলাকায় বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে 'বড়ে' ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার পর থেকেই শামীম পলাতক ছিলেন। তাঁর খোঁজে শিবপুরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বাড়ির বেসমেন্টে একটি বিলাসবহুল গোপন 'সুড়ঙ্গে'র সন্ধান পায়। যে ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে 'ভাইরাল' হয়। অবশেষে মুম্বই পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ধৃতদের কোর্টে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়া সিটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বই থেকে বড়ে ও তাঁর আরও দুই সহযোগী জামিল আখতার ও আফতাব আনোয়ার ওরফে ক্রান্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও হাওড়া সিটি পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করে। ভোটের ফল ঘোষণার পর এদের বিরুদ্ধে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। তারপর থেকেই ফেরার ছিল বড়ে। প্রসঙ্গতঃ 'বড়ে'র বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল। বছর তিনেক আগেই রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলা চালানোর অভিযোগে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে গ্রেফতার হন বড়ে। হাওড়ার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডেই ২০১৩ থেকে ৫ বছর তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তার আগে একটি শপিং মলে কাজ করতেন বড়ে। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর রকেটের গতিতে তার উত্থান ঘটে এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় বলে অভিযোগ। অবশেষে বড়ে গ্রেফতার হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষ।

আরামবাগে বোমা উদ্ধারকাণ্ডে ৪ জন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২২ মে ঃ আরামবাগে পৃথক দুটি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আমতলা এলাকায় একটি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে শেখ মহম্মদ ইমরানকে। তিনি তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে আরামবাগের ডোঙাবাথান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, আরামবাগের কালীপুর এলাকায় বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তৃণমূল নেতা মীর চঞ্চল-সহ আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE

"Expression of interest for AUDIT OF MGNREGS fund, 2025-26" invited from reputed CA firms. Details available at **www.jhargram.gov.in** Last Date of bid submission: - **02/06/2026 up to 12 noon** at office tender box.

Sd/-
District Magistrate &
DPC, MGNREGA Jhargram

SUMMONS/NOTICE FOR SERVICE BY ADVERTISEMENT IN A NEWSPAPER
(Or. V R. 20 CPC)
IN THE COURT OF THE LEARNED DISTRICT JUDGE AT JALPAIGURI
Title Appeal 26 of 2024 In the matter of:
Ramjoy Mallick ...Appellant
Vs.
Uttam Sarkar ...Respondent

To,
Uttam Sarkar, son of Late Nidhir Chandra Sarkar, resident of Paschim Duramari, PO- Purba Duramari, PS- Banarhat, District- Jalpaiguri
WHEREAS, Ranjoy Mallick has instituted the above Title Appeal against you for setting aside the Judgement and Decree dated 10th day of July, 2023 passed by the Learned Civil Judge, Junior Division, Second Court at Jalpaiguri in Title Suit No. 116 of 2014. You are hereby summoned to appear in appear in this Court in person or by a pleader on the .... day of 15.7.2026 at 10'O clock to answer the same, failing which the appeal will be disposed of ex parte.
Given under my hand and the seal of the Court, this 11 th day of May 2026.
Chief Administrative Officer
District Judge's Court
Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই- টিআইবি-বিজেডএল -বিপিএই-২৬-২৭, তারিখ ২১.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই- টিআইবি-বিজেডএল -বিপিএই-২৬-২৭**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম** ঃ হাওড়া ডিভিসনের শহরতলি শাখায় বেলানগর, বেগমপুর, বারুইপাড়া, চন্দনপুর এবং মশাগ্রাম (৫টি স্টেশনে) -এ আইপিআইএস সিস্টেম প্রতিস্থাপন। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি** ঃ সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য** ঃ ৬,৩৬,৯৩,২৫০.৮৫ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন** ঃ ১২,৭৩,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা** ঃ ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময়** ঃ ২১.০৫.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪টে ৪২ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ** ঃ ০১.০৬.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in**

HWH-93/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Army Recruiting Office
Barrackpore, Pin-901317
c/o 99 APO

১. আগ্রহী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য নিচের বিষয়বস্তুটি আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

২. নিয়োগ বর্ষ ২০২৬-২৭-এর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগের অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা (সিইই) আগামী ০১ জুন ২০২৬ থেকে ১২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের আটটি শহরে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে আসানসোল, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং শিলিগুড়ি।

৩. অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (সিইই) আবেদনের জন্য রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো গত ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রার্থীরা www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইট থেকে নিজেদের অ্যাডমিট কার্ড যাচাই এবং ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসকল সফলভাবে নিবন্ধিত প্রার্থী এখনও অ্যাডমিট কার্ড পাননি, তারা তাদের নিজ নিজ সেনা নিয়োগ কার্যালয়ের (Army Recruitment Office) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া, কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতিটি বুঝতে এবং তা অনুশীলন করার জন্য প্রার্থীদের www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৪. অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (সিইই) পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগ র‍্যালি (Recruitment Rally) সম্পর্কে অবহিত করা হবে। প্রার্থীদের কোনো ধরনের দালালের খপ্পরে বা প্রতারণার ফাঁদে না পড়ার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলার প্রার্থীরা যেকোনো সহায়তার জন্য এআরও ব্যারাকপুর (ARO Barrackpore)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

পি আনন্দ থাম্পি
P ANAND THAMPI
কর্নেল/Colonel
ভর্তি নির্দেশক
Director Cruitment
এআরও ব্যারাকপুর (পশ্চিমবঙ্গ)
ARO Barrackpore (WB)

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
Regd.Office : 6 Waterloo Street, Room No:506, 5th Floor, Kolkata-700069 (W.B) **CIN : L67100WB1986PLC040201**
Tele Fax.(033)22430376, **Email.:** ashirwadsteels@gmail.com,
WebSite : www.ashirwadsteels.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2026
(Rupees in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 months ended 31.03.2026	Preceeding 3 months 31.12.2025	Correspon. 3 months ended 31.03.2025 in the previous year	Current year ended 31.03.2026	Previous year ended 31.03.2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1)	Total Income from operations	118.83	95.45	137.05	416.34	429.94
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	61.56	52.59	93.83	267.59	309.73
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	61.56	52.59	93.83	267.59	309.73
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	46.16	44.42	71.51	202.02	229.66
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3.69)	65.34	71.15	201.27	227.13
6)	Equity Share Capital	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00
7)	Other equity				7063.34 As at 31.03.2026	7062.07 As at 31.03.2025
8)	Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualised for quarterly figures):					
	a) Basic ₹	0.37	0.36	0.57	1.62	1.84
	b) Diluted ₹	0.37	0.36	0.57	1.62	1.84

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31st, 2026 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.
2) The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31st, 2026 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The Audited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rules, 2015.
4) The figures for the quarter ended March 31, 2026 and March 31, 2025 represents the balance between the audited financials in respect of the full financial year and those reviewed financials which were published till the third quarter of these respective financial years.
5) The previous quarter /year's figures have been re-grouped/ re-classified wherever necessary, to conform to current quarter/ year's presentations.
6) The above Audited Financial Results were reviewed and recomended by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 22th May,2026

For and on behalf of the Board of Directors of
Ashirwad Steels & Industries Ltd.
Sd/-
Dalbir Chhibbar
Managing Director
DIN: 0550703
Place : Kolkata
Date :22.05.2026

Office of the Executive officer
Panchla Panchayat Samiti
Bikihakola, Panchla, Howrah
e-TENDER NOTICE
THE E.O. PANCHLA PANCHAYAT SAMITY invite e-Tender for the following Notice: **NIT NO.-01/15th F.C. TIED/ EO/PANCHLA/2026-27**. BID Submission End Date: **29/05/ 2026 at 17:00Hr**. For more details visit **www.wbtenders.gov.in**
S/d- EO
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, অতসী মন্ডল, স্বামী- চন্দন মন্ডল, ২০২৬ সালে 1270 ও 1271 নং দলিলে মৌজা- ডোমজুড় JL 33 সাবেক দাগ- 4316, হাল দাগ ৪৯২২ নং দাগে ৩.২৭ শতক এবং বিজলী দাড়ী, স্বামী- গোবর্ধন দাড়ী, পিতা- নয়ন দাড়ী, ও তুষার দাড়ী, পিতা- গোবর্ধন দাড়ী যথাক্রমে ২০২৬ সালে ৪০০৬০৩ নং দলিল, ৪০০৬০২ দলিল, ৪০০৫৯৯ দলিলে ডোমজুড় মৌজায় JL.No.-33. সাবেক দাগ 4625 ও 4626, হাল 4628 এবং 4627 নং দাগে 2.62 শতক ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। যাহা আকাশ পাস, পিতা- গোপাল পাস 2024 সালে 21-02-2024 তারিখে ডোমজুড় ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 01 নং বহির 785 নং দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সঞ্জয় ব্যানার্জী, শম্পা মুখার্জী, রূপা ব্যানার্জী ও কাকলি চ্যাটার্জী ইহাদের নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L. & L.R.O এর নিকট আপিল করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
23rd May 2026, Saturday	Central Bus Stand, Contai Purba Medinipur, PIN-721401	11:00AM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

NOTICE

Pursuant to the Order No. 130-CS/2026 dated 18.05.2026 of the Office of the Chief Secretary, Govt. of West Bengal, this is to inform all concerned that all purchases and procurements of Cooch Behar Municipality shall be conducted exclusively through the online procurement system with effect from 1" June 2026.
Accordingly, all existing and prospective vendors, suppliers, contractors, and service providers are hereby requested to enlist/register themselves in the prescribed online vendor enlistment system within the stipulated time to participate in future procurement processes of the Municipality.
No offline purchase or procurement process shall be entertained after the above-mentioned date.
For registration details, enlistment procedure, and further information, vendors visit the official municipal portal i.e. www.coochbeharmunicipality.org.

Sd/-Executive Officer
Cooch Behar Municipality
Cooch Behar

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE
The undersigned publishes NIT on behalf of EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
58/GPW/WBFDC/ 2025-26(3rd call)	Annual Maintenance of Created Landscape at Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Saltlake till 31.10.2026	23.05.2026	13.06.2026

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**
Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং পার্ক-টয়লেট-মিক্স তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৬
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে তিন (৩) বছরের মেয়াদের জন্য বালি স্টেশনে (হাওড়া ডিভিসনে) এসএসই/ওয়ার্কস/বালি অফিস-এর পার্শ্ববর্তী স্থানে সাধারণ সুলভ শৌচালয় এবং দ্বিচক্রযান-এর পার্কিং লট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং পার্ক-টয়লেট-মিক্স। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়** ঃ ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **এসইকিউ নং এএ/১, লট নং ঃ পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই-টিডব্লু-৩০১-২৬-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান)। বিবরণঃ** (হাওড়া ডিভিসনে) বালি স্টেশনে এসএসই/ওয়ার্কস/বালির অফিস-এর পার্শ্ববর্তী স্থানে সাধারণ সুলভ শৌচালয় এবং দ্বিচক্রযানের পার্কিং লট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজ।

HWH-94/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE

It is hereby informed that the under mentioned seized vehicles are lying unclaimed in the custody of the forest Department in connection with different forest offences. Claimants if any are requested to appear in person before the undersigned at office chamber on 05.06.2026 with valid documents, otherwise the vehicles will be confiscated to the State of West Bengal under Section 59A of Indian Forest (West Bengal Amendment, 1988) Act, 1927.

Sl.No.	Vehicle No.	Vehicle Type
1	UP-17T/0092	EICHER 11-10
2	KA-50A/1791	TATA LPT 1109
3	UP-78CN/6586	TATA LPT 1109EX2/42
4	WB-73D/6147	MAHINDRA BOLERO PICKUP

Sd/-
Authorized Officer, Coochbehar District
&
Divisional Forest Officer, Coochbehar Division

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ৩২১২ / ৩২১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ৫২১৮
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/15/2026-2027 **Date: 22.05.2026'**
ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'DPS' - এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, হাওড়া পৌরনিগমের নির্বাহী প্রকৌশলী -এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এমন সব স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও প্রকৃত ঠিকাদারদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যাদের অনুরূপ প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি থেকে এবং সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর অথবা ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০১.০৬.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
৫(১) / ২৬-২৭
২২।৫ ।২০২৬

যশমান দীপক লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম তলা, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
CIN: L67120WB1975PLC029901, ফোনঃ ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com ইমেইলঃ yashmandeepakitd@gmail.com
৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৬ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৬ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত)
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৬১.৮১	৫৮.২৫	৮০.২৯	২৩৫.৫৩	৩০০.৪৮
উক্ত সময়কাল বছরের নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর-পূর্ববর্তী)	৩৯.৮০	৩৬.৬৩	৪১.৫৩	১৫৩.২৫	২১০.৩৫
এই সময়কাল/ বছরের নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী)	৮৮.৬৪	২৬.৮১	৩০.০৮	১৭২.০৪	১৫৬.১৪
মোট ব্যাপক আয়	৮৮.৬৪	২৬.৮১	৩০.০৮	১৭২.০৪	১৫৬.১৪
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
অন্যান্য ইকুইটি				২,৮৪৬.৫৩	২,৬৭৪.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য প্রতিটি ১০ /- টাকা মূল্যের)					
মূল	১২.৫৮	৩.৮০	৪.২৭	২৪.৪১	২২.১৫
মিশ্র	১২.৫৮	৩.৮০	৪.২৭	২৪.৪১	২২.১৫

দ্রষ্টব্যঃ
১) উপরোক্ত অংশটি হলো SEBI রেগুলেশন, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ (রেগুলেশন ৩৩) অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com) পাওয়া যাবে এছাড়া নিচের 'কুইক রেসপন্স কোড' স্ক্যান করেও এটি দেখা সম্ভব।
২) উপরোক্ত নিরীক্ষিত Ind AS আর্থিক ফলাফলসমূহ ২২.০৫.২০২৬ তারিখে অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২২.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩) যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে সংখ্যাসমূহকে নতুনভাবে দলবদ্ধ ও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পরিষদের পক্ষে ও হয়ে
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বাক্ষর /-
(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00421767
স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ২২ ।০৫ ।২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/79
Name of the work: **Supply, delivery, fitting-fixing of spare parts along with overhauling of eight nos. 3 hp submersible pumps for emergency use during shut down related work under GRWW.** Estimated amount: **Quotation.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **10.06.2026 at 2 PM/12.06.2026 at 2 PM.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting/Crematorium, KMC invites item rate e-tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/CRM/SBG/30/2025-26 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of damaged metal funeral pyres/grates, smoke exhaust ducts, and allied works at the wood-based crematorium of Shanagar Burning Ghat.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 6,000.00 (Lump sum).** Period of contract: **5 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/CRM/62/SBG/2025-26
Name of the work: **Annual maintenance contract of Air Conditioning machines and water coolers installed at Garia Adi Mahasmashan, Sirity Burning Ghat & Birjunallah Burning Ghat.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 4,100.00 (Lump sum).** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **03.06.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1)** and **04.06.2026 at 5 PM (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.05.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1)** and **25.05.2026 at 5 PM (For Sl. No. 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply)(CBPS), KMC invites e-tender online percentage two bid systems for the following work:
NIT No. : WS/NAZCBPS/2026/27-02
Name of the work: **Electro-mechanical fault detection and rectification work at Nazrul Park and Chittaranjan Colony Capsule BPS.** Estimated cost: **₹ 1,95,982.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **365 days.** Start date of submission of bid: **29.05.2026 - 2 PM.** Last date of submission of bid: **11.06.2026 - 2 PM.** Tender will be opened on: **15.06.2026 - 2 PM.** The bid forms and other details are available on and from **29.05.2026 at 2 PM** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (44/26-27)

‘পরের ম্যাচে ধোনি খেলবেন!’ বলা অনুরাগীদের সঙ্গে ‘প্রতারণা’

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ২২ মেঃ চলতি আইপিএল জুড়ে একটা দৃশ্য বারবার দেখা গিয়েছে। ম্যাচের আগে অনুশীলনে ব্যাট করছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছড়াচ্ছে। গ্যালারিতে জল্পনা-‘মাহি কি এই ম্যাচেই নামছেন?’ তারপর টসের সময় জানা যাচ্ছে, না, ধোনি নেই। আবার পরের ম্যাচ। আবার একই গল্প। এই গোটা ইস্যু নিয়ে এবার সরাসরি সিএসকের বিরুদ্ধে ‘প্রতারণা’র অভিযোগ তুললেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁর দাবি, সিএসকে ম্যানেজমেন্ট, কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এবং অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড় গোটা সিজন জুড়ে সমর্থকদের ধোঁয়াশার মধ্যে রেখেছেন। উদ্দেশ্য একটাই-ধোনিকে ঘিরে আগ্রহ জিইয়ে রাখা। গুজরাত টাইটান্সের কাছে ৮৯ রানে হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর নিজের ইউটিউব শোয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত বলেন, ‘‘মরসুম শুরুর আগে বলা হয়েছিল ধোনির পায়ে চোট। কয়েকটা ম্যাচের পর ফিরবেন। তারপর ফ্লেমিং একই কথা বললেন। ঋতুরাজের গলাতেও একই কথা-পরের ম্যাচে হয়তো পাওয়া যাবে!’’ এখানেই থামেননি শ্রীকান্ত। আরও বলেন, ‘‘প্রতিটা ম্যাচের আগে ধোনির ট্রেনিং ভিডিও দেখানো হত। যেন বোঝানো হচ্ছে, ও পুরো ফিট। এই ম্যাচেই নামতে পারে। তারপর আবার বলা হচ্ছে, না না, এখনও পুরো সুস্থ নয়!’’ প্রথমে কাফ ইনজুরি। তারপর থাই মাসলের সমস্যা। এরপর শোনা গেল, দলগত কম্বিনেশনের কারণে সরিয়ে নিয়েছেন মাহি। কিন্তু একটি-দুটি নয়... মরসুমে একটিও খেলাতেও মাঠে নামলেন না। এমনকি অ্যাওয়ে ম্যাচে দলের সঙ্গেও যাননি ধোনি। শুধু চিপকে শেষ হোম ম্যাচে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। শ্রীকান্তের বক্তব্য, সিএসকে শুরুতে পরিষ্কার করে বলতে পারত ধোনি পুরো মরসুম খেলবেন না। তাহলে সমর্থকেরাও মানসিকভাবে তৈরি থাকতেন। তাঁর কথায়, ‘‘এই বিভ্রান্তি বন্ধ করুন। যদি উনি গোটা সিজন না খেলেন, স্পষ্ট করে বলুন। সমস্যা কোথায়?’’ শ্রীকান্ত সরাসরি খোঁচা দিয়েছেন ফ্লেমিং, মাইকেল হাসি ও ঋতুরাজকেও। বলেছেন, ‘‘প্রতিবার একই কথা-ধোনি হয়তো পরের ম্যাচে! এটা আর কতদিন?’’ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটা শেষেই করেছেন শ্রীকান্ত। তাঁর দাবি, এখন আর কেউ ধোনিকে মাঠে নামতেই হবে, এমন দাবি তোলে না।

একটি টিকিটের লক্ষ্যে যুদ্ধে সামিল ৪ দল!

প্লে-অফে ওঠার লড়াই যেন ‘সারভাইভাল গেম’

নিজস্ব প্রতিনিধি

চেন্নাই সুপার কিংস বিদায় নেওয়ার পর আইপিএলের প্লে-অফের অঙ্ক এখন অনেকটা পরিষ্কার। আবার একই সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসও বটে! চূড়ান্ত একটিমাত্র জায়গার জন্য লড়াইয়ে সামিল চার দল-রাজস্থান রয়্যালস, পাঞ্জাব কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্স ও দিল্লি ক্যাপিটালস। আমদাবাদে গুজরাত টাইটান্সের কাছে ৮৯ রানে হেরে ছিটকে গিয়েছে সিএসকে। সেই জয়ের পর শুভমান গিলের টিম টপ-টু ফিনিশ প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। ইতিমধ্যেই প্লে-অফে জায়গা পাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাত টাইটান্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। তাই এখন পুরো নজর চতুর্থ স্থানের লড়াইয়ে।

রাজস্থানের সামনে সহজতম রাস্তা

এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভাল জায়গায় রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। তাদের পয়েন্ট ১৪। হাতে একটি ম্যাচ। রবিবার ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারাতে পারলেই ১৬ পয়েন্টে পৌঁছনো সম্ভব। তখন অন্য কোনও দল তাদের টপকাতে পারবে না। রাজস্থানের জন্য বড় সুবিধা, তারা মাঠে নামার আগেই জেনে যাবে পাঞ্জাব কিংসের ফলাফল। কারণ শ্রেয়স আইয়াররা লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে আগে খেলতে নামবেন।

রাজস্থানের আদর্শ সমীকরণ- ● মুম্বইকে হারাতে হবে ● পাঞ্জাব পরাস্ত হবে লখনউয়ের হাতে ● দিল্লি হারাবে কেকেআরকে

তবে এরপরও সমস্যা রয়েছে-তাদের নেট রানরেট মাত্র +০.০৮৩। ফলে বড় ব্যবধানে হারলে বিপদ বাড়বে।

পাঞ্জাবের আশা এখনও বেঁচে

টানা পাঁচ পরাজয়ের পর এখনও দৌড়ে রয়েছে পাঞ্জাব কিংস। লখনউকে হারাতে পারলে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াবে ১৫। তখন পুরো চাপ চলে যাবে রাজস্থান ও কেকেআরের ঘাড়ে।

পাঞ্জাবের সমীকরণ- ● লখনউকে হারাতে হবে ● রাজস্থানকে হারতে হবে মুম্বইয়ের কাছে ● কেকেআর জিতবে দিল্লির বিরুদ্ধে

এই জায়গায় পাঞ্জাবের সবচেয়ে বড় শক্তি নেট রানরেট। রাজস্থান ও কেকেআরের তুলনায় তারা অনেকটা এগিয়ে। ফলে পয়েন্ট সমান হলে সুবিধা।

কেকেআরের সামনে কার্যত নকআউট ম্যাচ

মুম্বইকে হারিয়ে নিজেদের আশা জিইয়ে রেখেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এখন তাদের পয়েন্ট ১৩। সর্বশেষ ম্যাচ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে, কার্যত নকআউট লড়াই।

সমীকরণ খুব পরিষ্কার- ● দিল্লিকে হারাতেই হবে ● রাজস্থানকে হারতে হবে ● পাঞ্জাব পরাজিত হলে সবচেয়ে ভাল

জিতলে ১৫ পয়েন্ট পৌঁছবে কেকেআর। তবে রাজস্থান ১৬ পয়েন্টে গেলে কলকাতার কোনও সুযোগ থাকবে না। আবার পাঞ্জাবও ১৫-তে পৌঁছে গেলে নেট রানরেট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মুম্বই ম্যাচের পর অজিঙ্ক রাহানেদের নেট রানরেট অবশেষে পজিটিভ হয়েছে। এখন তা +০.০১১। খুব নিরাপদ না হলেও অন্তত লড়াইয়ে টিকে থাকার মতো।

দিল্লির রাস্তা সবচেয়ে কঠিন

দিল্লি ক্যাপিটালস আপাতত অঙ্কে বেঁচে। কিন্তু বাস্তবে জাঁতাকলে ঘুরপাক খাচ্ছে। কারণ তাদের নেট রানরেট -০.৮৭১। বাকি তিন দলের থেকে অনেক পিছিয়ে।

দিল্লির সমীকরণ- ● কেকেআরকে বড় ব্যবধানে হারাতে হবে ● রাজস্থানকে হারতে হবে ● পাঞ্জাবকেও পরাস্ত হতে হবে।

এই তিনটি একসঙ্গে না ঘটলে দিল্লির রাস্তা প্রায় বন্ধ।

অর্থাৎ, এখন পুরো লড়াই দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন দিনের খানকয়েক ম্যাচের উপর। কোথাও রাজস্থানের চাপ, কোথাও কেকেআরের নকআউট, কোথাও পাঞ্জাবের অপেক্ষা। প্লে-অফের শেষ টিকিট ছিনিয়ে নেওয়া কার্যত ‘সারভাইভাল গেম’।

অবসর ভেঙে ফের বিশ্বকাপ! চল্লিশেও জার্মানির ‘ফার্স্ট চয়েস কিপার’ ম্যানুয়েল নয়্যার

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ২২ মেঃ ইউরো ২০২৪-এর পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন। কয়েক মাস আগেও মনে হচ্ছিল, জার্মানির গোলপোস্টের নীচে এবার নতুন মুখ দেখা যাবে। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে বড়সড় ইউ-টার্ন নিল জার্মানি। ৪০ বছর বয়সে ফের জাতীয় দলে ফিরলেন ম্যানুয়েল নয়্যার। শুধু ফেরা নয়, তাঁকে আবারও এক নম্বর গোলরক্ষক, পোশাকি ভাষায় ‘ফার্স্ট চয়েস কিপার’, ঘোষণা করলেন কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান। বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার সময় নয়্যারের নাম উঠে আসে। অলিভার বাউমানকে এতদিন প্রথম পছন্দ হিসেবে তুলে ধরা হলেও, শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রাখল জার্মানি। নাগেলসমান বলেন, ‘‘হ্যাঁ, নয়্যারকেই এক নম্বর গোলকিপার হিসেবে ভাবছি!’’ এরপর যোগ করেন, ‘‘আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল সেরা তিন গোলকিপার বেছে নেওয়া। সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’’ কোচ জানিয়েছেন, অবসর ভেঙে কামব্যাকের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছিল নয়্যারের সঙ্গে। নাগেলসমানের কথায়, ‘‘আমরা ম্যানুয়েলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও আবার জাতীয় দলে খেলতে চায় কি না!’’ ২০১৪ সালে বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম স্তম্ভ। এবার খেললে এটি হবে তাঁর টানা পঞ্চম বিশ্বকাপ। এর এগে খুব কম ফুটবলারই পাঁচ বা তার বেশিবার এই প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। সব ঠিক থাকলে এবার

বিশেষ তালিকায় ঢুকে পড়বেন বায়ার্ন মিউনিখের গোলরক্ষক। চলতি মরসুমে ক্লাব ফুটবলে মোটের উপর ধারাবাহিক নয়্যার তাঁর পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। বুন্দেসলিগা জিতেছে বায়ার্ন। শনিবার জার্মান কাপ ফাইনালে ভিএফবি স্টুটগার্টকে হারাতে পারলে ঘরোয়া দ্বিমুকুটও ছিনিয়ে নিতে পারে। গত সপ্তাহেই ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে সই করেছেন নয়্যার। ২৬ সদস্যের জার্মানি দলে খুব বেশি চমক নেই। আলাদা করে বলতে গেলে, বায়ার্নের তরুণ ফুটবলার লেনার্ট কার্ল প্রথমবার ডাক পেয়েছেন। অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও লেরয় সানে ও নাদিয়েম আমিরিরও নাম রয়েছে। নাগেলসমানের মন্তব্য, ‘‘দলের ফুটবলাররা একে অপরের সঙ্গে ভাল মানিয়ে নেয়। অনেকেই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলছে। টিম নিয়ে আমরা খুশি। তবে এটাও জানি, এমন কয়েকজন বাইরে রয়ে গেল, যারা খুব ভাল খেলেছে!’’ জার্মানির গ্রুপে রয়েছে কুরাকাও, ইকুয়েডর ও আইভরি কোস্ট। ২০১৮ ও ২০২২-পরপর দু’টি বিশ্বকাপেই গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছিল জার্মান বাহিনী। ফলে এবার বাড়তি চাপ। দল ঘোষণার পর লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন নাগেলসমান। বলেছেন, ‘‘আমাদের টার্গেট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া। যারা দলে জায়গা পেয়েছে, তাদের প্রতিদিন সেটা প্রমাণ করতে হবে।’’ গোলকিপার হিসেবে নয়্যারের পাশে রয়েছেন বাউমান ও আলেকজান্ডার নিউবেল। বাকি পজিশনে জায়গা পেয়েছেন যোশুয়া কিমিখ, আন্তোনিও রুডিগার, জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান ভির্টজ, কাই হাভার্জ, লেরয় সানে ও লিওন গোরেজকার মতো তারকা।

‘এ দেশে মাতৃত্বকে সম্মান করা হয়!’

বিনেশকে আটকানো নিয়ে আদালতের কড়া ধমক খেল কুস্তি ফেডারেশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ বিনেশ ফোগাটকে এশিয়ান গেমস ট্রায়াল থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই পরিকল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দিল দিল্লি হাই কোর্ট। শুক্রবার আদালত সাফ জানাল, বিনেশকে ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে ডব্লিউএফআইয়ের ভূমিকা নিয়েও বিচারকরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। এদিন শুনানির সময় হাই কোর্ট সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, ‘‘যে ঝামলাই থাকুক, তার জন্য ভারতীয় কুস্তির ক্ষতি কেন হবে?’’ আদালতের এই মন্তব্যে স্পষ্ট, ফেডারেশনের অবস্থানে

তারা সন্তুষ্ট নয়। পাশাপাশি কেন্দ্রকেও একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা ভাবনাচিন্তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে বিনেশের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়। কয়েক সপ্তাহ আগে এশিয়ান গেমস ট্রায়ালের জন্য নতুন যোগ্যতার নিয়ম ঘোষণা করেছিল ডব্লিউএফআই। সেখানে বলা হয়, ২০২৫ ও ২০২৬ সালের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীরাই শুধু ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবেন। সমস্যা হল, প্যারিস অলিম্পিকের হতাশাজনক ডিসকোয়ালিফিকেশনের পর কোনও প্রতিযোগিতাতেই খেলেননি বিনেশ। ফলে নতুন নিয়ম অনুযায়ী তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অযোগ্য হয়ে যান। আর ঠিক এই জায়গাতে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, ডব্লিউএফআইয়ের পুরনো নির্বাচননীতির থেকে এই হঠাৎ সরে আসা ‘অনেক’ কিছুই বলে দিচ্ছে।’ মাতৃত্বকালীন বিরতির পর বিনেশের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আদালত বলেছে, ‘এ দেশে মাতৃত্বকে সম্মান করা হয়।’ বিনেশ বহুদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন, তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চলছে। জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে নাম নথিভুক্ত করতে গিয়ে তিনি দেখেন, সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই পোর্টাল বন্ধ দেখাচ্ছে। সেই সময় বিনেশ বলেছিলেন, ‘‘৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমি ঢুকতেই দেখি পোর্টাল বন্ধ!’’ এভাবে প্রকাশ্যে অভিযোগ তোলার পরই অন্তিম দিনে তাঁর রেজিস্ট্রেশন করা হয়। যদিও ডব্লিউএফআই সভাপতি সঞ্জয় সিং দাবি করেছিলেন, কাজ হয়েছে নিয়ম মেনে! ডব্লিউএফআইয়ের সঙ্গে এই সংঘাত নতুন নয়। ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন বিনেশ। যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নেমেছিলেন একাধিক মহিলা কুস্তিগির। পরে ফেডারেশন থেকে সরে যেতে হয় ব্রিজভূষণকে। তবে তাতে আসল ছবির এতটুকু বদলায়নি। বিনেশদের অভিযোগ, ব্রিজভূষণ-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সঞ্জয় সিং দায়িত্ব নেওয়ার পরও পরিস্থিতি আগের মতোই আছে। সম্প্রতি ৩ মে প্রকাশিত ভিডিওবার্তায় বিনেশ প্রকাশ্যে জানান, যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলা ছয় কুস্তিগিরের মধ্যে তিনিও একজন। এশিয়ান গেমসের আগে তাঁর কামব্যাক আটকাতে ধারাবাহিকভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন একটাই-আদালতের ধমকের পর ফেডারেশন পিছিয়ে আসবে, নাকি বিনেশ-ফেডারেশন সংঘাত আরও তীব্র হবে?

রোনাল্ডোর জোড়া গোল, কান্না ও শিরোপা জয়ের রাত আল নাসরের

দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর, আচমকাই পেনাল্টিতে গোল হজম করে আল নাসরে। তবে দারুণ এক ফ্রি কিকে দলকে দুর্ভাবনায় পড়তে দেননি ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। দামাককে হারিয়ে ছয় মরসুম পর লিগ চ্যাম্পিয়ন হলো আল নাসরে।

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ২২ মেঃ ম্যাচ শেষ হতে তখনো মিনিট দশেক সময় বাকি। একটু আগেই দামাকের জালে নিজের দ্বিতীয় ও আল নাসরের চতুর্থ গোলটা করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর সেই গোলে ম্যাচে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া আল নাসরের শিরোপা জয় তখন অনেকটা নিশ্চিত। এরপরই দেখা গেল আবেগময় এক দৃশ্য। ফুটবল মাঠে এমন দৃশ্য প্রতিদিন দেখা যায় না, আর এসব দৃশ্য বা মুহূর্তের জন্যই হয়তো ফুটবল ‘দ্য বিউটিফুল গেম’। হঠাৎই টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখা গেল রোনাল্ডো কাঁদছেন! কাঁদতে কাঁদতে আঙুল তুলে স্ট্যান্ডে থাকা পরিবারের দৃষ্টি আকর্ষণের পর সেই কান্নার বেগ যেন আরও বাড়ল। অভূতপূর্ণ এক দৃশ্য বটে। কে ভেবেছিল, বিশ্বকাপ ছাড়া সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতা রোনাল্ডো সৌদি আরবের লিগ জিতে এভাবে কাঁদবেন! ৫টা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ১টি ইউরোসহ ৩৪টা শিরোপা জেতা রোনাল্ডোর তো শিরোপা নিয়ে আকাঙ্ক্ষাই থাকার কথা নয়! তবে অপরিমিত এই সাফল্য-ক্ষুধার কারণেই রোনাল্ডো আলাদা। এই ক্ষুধা ও তাড়নাই রোনাল্ডোকে গড়ে তুলেছে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে। পাশাপাশি সৌদিতে প্রথম এই লিগ জয় রোনাল্ডোকে নিয়ে অনেক সমালোচনার জবাবও। ২০২৩ সালের শুরুতে আল নাসরে যোগ দেন রোনাল্ডো। তাঁর আগমন সৌদি আরবের ফুটবলে বিপ্লব নিয়ে আসে। ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত পারফরম্যান্সও করে যান রোনাল্ডো। কিন্তু শিরোপার ক্যাবিনেটটা একরকম খালিই পড়ে ছিল। ২০২৩ সালে জেতা আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের মতো কম গুরুত্বপূর্ণ (ফিফার স্বীকৃতি নেই) শিরোপাটাই ছিল

সৌদি আরবে রোনাল্ডোর একমাত্র অর্জন। ফলে যতই দিন যাচ্ছিল চাপ ও সমালোচনা দুটোই বাড়ছিল। এর মধ্যে গত সপ্তাহে গামবা ওসাকার কাছে ফাইনালে হেরে আল নাসর হাতছাড়া করে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু শিরোপাও। সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর জন্য এবারের লিগ শিরোপা ছিল অগ্নিপরীক্ষার মতো। রিয়াদে সেই পরীক্ষা জয়ের আনন্দই গতকাল রাতে রোনাল্ডোর চোখে ঝরল অশ্রু হয়ে। সৌদি প্রো লিগ শিরোপা আল নাসর অবশ্য নিশ্চিত করতে পারত গত সপ্তাহেই। আল হিলালের বিপক্ষে ম্যাচ জিতলেই শিরোপা, এমন সমীকরণে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় লিড ধরে রাখেন রোনাল্ডোরা। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার আগমুহূর্তে গোলরক্ষকের ভুলে আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে আল নাসর। গতকাল রাতে আল ফাইহার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে আল হিলাল। তাই আল নাসরকে দামাকের বিপক্ষে ম্যাচটি জিততেই হতো। কারণ, আল নাসর ড্র করলে দুই দলের পয়েন্ট হতো ৩৪ ম্যাচ শেষে সমান ৮৪। সে ক্ষেত্রে হেড-টু-হেড রেকর্ডে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন হতো আল হিলালই। এই সমীকরণ জেনে লিগ নিজেদের শেষ ম্যাচে শুরু থেকেই জয়ের জন্য মরিয়া ছিল আল নাসর। ৫১ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়েও যায় তারা। কিন্তু ৫৭ মিনিটে দামাক এক গোল শোধ করলে দুশ্চিন্তা বাড়ে আল নাসর শিবিরে। আশঙ্কার মেঘ কাটানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন রোনাল্ডো নিজেই। ৬২ মিনিটে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক গোলে আল নাসরকে এগিয়ে দেন ৩-১ গোলে। আর ৮০ মিনিটে করেন দলের চতুর্থ ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি। দুই গোলেই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করে আল নাসরের ১১তম লিগ শিরোপা। ২০১৯ সালের পর প্রথম লিগ জিতল তারা। ক্যারিয়ারে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা এখন ৯৭৩। অর্থাৎ হাজারতম গোল থেকে রোনাল্ডো এখন মাত্র ২৭ গোল দূরে। আর আল নাসরের হয়ে এই মরসুমে লিগে ২৮ গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করিয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে এই শিরোপা রোনাল্ডোর আত্মবিশ্বাসের পালেও বাড়তি হাওয়া দেবে। বড় শিরোপা বিবেচনায় নিলে টানা ১৫ টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হওয়ার পর এই ট্রফিটি জিতলেন রোনাল্ডো। এর ফলে চার দেশে লিগ শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলেন ‘সিআর সেভেন’। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও সিরি আর শিরোপা জিতেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডোকে নিয়ে কথা বলেন তাঁর আল নাসর সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স। স্পোর্ট টিভিকে বলেন, ‘‘ক্রিস কয়েক বছর ধরেই এখানে নিজের প্রথম শিরোপা জেতার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশেষ করে লিগ শিরোপাটা। কারণ, আরবে তারা অনেক বেশি ম্যাচ খেলে। আমি তো প্রতিদিনই ওর সঙ্গে থাকি, তাই জানি বিষয়টা।’’ রোনাল্ডোর কান্না নিয়ে ফেলিক্স বলেন, ‘‘আমি জানি, এটা নিয়ে ক্রিস্টিয়ানো কতটা ভেতরে-ভেতরে কষ্ট পায়। আমি জানতাম, সে এই শিরোপা জিততে কতটা উদ্‌গ্রীব ছিল। তাই আমি গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছি। তখন মনে হচ্ছিল, আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com